মার্ক সু-সমাচারের উপর ভিত্তি করে শাস্ত্র আলোচনার বই

সূচীপত্র

১। সু-সমাচারের শুরু***..... ১:১-১১
২। সুস্থ দেহে সুস্থ আত্মা*..... ২:১-১২
৩। যীশু খ্রীষ্টের জন্য ফাঁদ তৈরী*..... ৩:১-৬
৪। একটি ঝড়ের মধ্যে**..... ৪:৩৫-৪১
৫। একটি আশাহীন ঘটনা**..... ৫:১-২০
৬। যখন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে**..... ৫:২১-৪৩
৭। নারীত্বের পরিচয় হারানো একজন নারী*..... ৫:২৫-৩৪
৮। একটি থালাতে মাথা**..... ৬:১৬-২৯
৯। ২৫০০০ রুটি এবং ১০০০০ মাছ**..... ৬:৩০-৪৪
১০। "ইপ্‌ফাথা! খুলে যাক!"**..... ৭:৩১-৩৭
১১। নিজস্ব ইচ্ছা না থাকা একজন অন্ধ মানুষ**..... ৮:২২-২৬
১২। নিজের জীবন রক্ষা করা এবং তা হারানো***..... ৮:৩৪-৩৮
১৩। একজন আধা বিশ্বাসী*..... ৯:১৪-২৯
১৪। বিপথগামীর পরিণতি***..... ৯:৪২-৫০
১৫। যীশু খ্রীষ্ট এবং ছেলেমেয়েরা**..... ১০:১৩-১৬
১৬। পৃথিবীতে সম্পদ*..... ১০:১৭-২৭
১৭। কে প্রধানমন্ত্রী হবে?**..... ১০:৩২-৪৫
১৮। একজন অন্ধ ভিক্ষুকের কান্না*..... ১০:৪৬-৫২
১৯। একটি অভিশপ্ত গাছ***..... ১১:১২-২৫
২০। দৈহিক পুনরুত্থান নয়***..... ১২:১৮-২৭
২১। যীশুর দ্বিতীয় আগমণ***..... ১৩:১৪-৩২
২২। প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না**..... ১৪:১-৯
২৩। একটি প্রহসন যাকে যীশুর বিচার বলা হয়েছে**..... ১৫:১-১৫
২৪। অবিশ্বাস্য পুনরুত্থান**..... ১৬:১-১১

* সহজ ** মোটামুটি সহজ *** কিছুটা কঠিন

১। সু-সমাচারের শুরু মার্ক ১:১-১১

পটভূমি ঃ বাপ্তিস্মদাতা যোহন পবিত্র বাইবেলের ভাববাদী এলিয়র মতো কাপড় পড়তেন। (৬ পদের সঙ্গে ২ রাজাবলি ১:৮ তুলনা করুন)। মরুভূমিতে ঘাস-ফড়িং ও মধু ছিল তার খাবার। কারো জুতো বহন করা ছিল একজন গোলামের কাজ।

দ্রষ্টব্য ঃ বাক্যবন্ধনীর মধ্যে দেয়া প্রশ্নগুলি তখনই জিজ্ঞাসা করতে হবে যখন কেউ তার আগের প্রশ্নটির উত্তর না দেবে।

১। যদি একজন ব্যক্তি তার সমস্ত যৌবনকাল একাকী একটা মরুভূমিতে কাটিয়ে দেয়, তাহলে সে কি ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে? (চিন্তা করুন, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মরুভূমিতে প্রাত্যাহিক জীবন কেমন ছিল?)

- এই অংশে যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন যোহনের বয়স ৩০ হয়েছে। এই বয়সে যুবকেরা সাধারণত যা করতে চায়, কেন তিনি সেই বিষয়গুলি অনুসরণ করেননি?
- কেন সাধু যোহন তাঁর পরিচর্যা কাজ জেরুশালেমে অর্থাৎ রাজধানীতে করেননি?
- সাধু যোহনের জনপ্রিয়তার গোপন রহস্য কি ছিল?

২। কেন লোকেরা সাধু যোহনের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম নিতে চাইতো তার কিছু কারণ চিন্তা করুন (৪-৫ পদ)।

- সাধু যোহন বাপ্তিস্ম দেবার পূর্বে কেন লোকদেরকে জনসম্মুখে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে হতো (৫)?
- আপনার কি মনে হয় যদি জনসম্মুখে প্রথমে আপনাকে পাপ স্বীকার করে তারপর বাপ্তিস্ম নিতে হতো, তাহলে কি আপনি বাপ্তিস্ম নিতেন?
- সাধু যোহনের পরিচর্যা কাজ কিভাবে যীশু খ্রীষ্টের জন্য পথ তৈরী করেছিল (২-৪)? (যীশুর পরিচর্যা কাজ শুরু করার আগে কেন সাধু যোহনের পরিচর্যা কাজের প্রয়োজন হয়েছিল?)

৩। আমরা কিভাবে আমাদের হৃদয়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রবেশের পথ প্রস্তুত করতে পারি (৩)?

- আমরা কিভাবে অন্যান্য মানুষের জীবনেও যীশু খ্রীষ্টের প্রবেশের জন্য পথ প্রস্তুত করতে পারি (উদাহরণস্বরূপ আমাদের প্রিয়জনদের জীবনে)?

৪। জনপ্রিয়তা কেন সাধু যোহনকে গর্বিত করে তোলেনি?

- কেন সাধু যোহন নিজেকে মূল্যবান মনে করেননি বরং আগত খ্রীষ্টের পায়ের জুতো খুলতে চেয়েছিলেন?

৫। সাধু যোহন ও যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে (বিশেষতঃ যীশুর বাপ্তিস্মের মধ্যে)? (যীশু তার শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন – এই কথার অর্থ কি (৮ পদ)?

- এই অংশের আলোকে, কেন পরিত্রাণের জন্য বাপ্তিস্মের প্রয়োজন?

৬। যদিও যীশু খ্রীষ্টের পাপ স্বীকার করার মত কোন কিছুই ছিল না তবুও কেন তিনি পাপ স্বীকার করে বাপ্তিস্ম নিতে চেয়েছিলেন?

৭। যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময়ে কিভাবে পবিত্র আত্মার প্রকাশ ঘটেছিল?

- কেন স্বর্গীয় পিতা তাঁর সন্তানের বাপ্তিস্ম নেবার সময়ে স্বর্গ থেকে তাঁর প্রতি নিজের প্রেম সরাসরি প্রকাশ করেছিলেন?

৮। কোন বিশেষ সময়ে স্বর্গীয় পিতা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আপনি কি মনে করেন ১১ পদটি তিনি আপনাকেও বলতে পারেন? কারণগুলো ব্যক্ত করুন।

সু-সমাচার ঃ ১১ পদের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় যখন স্বর্গীয় ঈশ্বর সাধু অব্রাহামকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইস্হাককে, যাকে তুমি এত ভালবাস তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলবো তার উপরে তুমি তাকে হোমবলি হিসাবে বলি দাও' (আদি পুস্তক ২২:২)। যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ছিল তাঁর ক্রুশে মৃতুবরণ করার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

২। সুস্থ দেহে সুস্থ আত্মা (২:১-১২)

পটভূমি ঃ যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ঘরের ছাদগুলি ছিল সমতল, যা চুনাপাথর এবং টালি দিয়ে তৈরী হতো; আমাদের বর্তমান সময়ের ছাদগুলি থেকে ঐ ছাদগুলি ভাঙ্গা সহজ ছিল। সেই সময়ে ঘরবাড়ীগুলোর বাইরের দিকে সিড়িপথ থাকতো যার মাধ্যমে ছাদে যাওয়া যেত। যদি কোনো ব্যক্তি অবশ রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে তা হয় মাথার ভিতরে রক্তক্ষরণের কারণে, যা সাধারণত মধ্য বয়সে বা তার পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। এখানে মানুষের পুত্র বলতে যীশু খ্রীষ্টকে বুঝানো হয়েছে।

১। অবশ রোগীটির প্রতিদিনের জীবনযাপন সম্বন্ধে কল্পনা করুন। প্রতিদিন তাকে কি ধরণের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হত? (তার জন্য কি ধরণের য□র প্রয়োজন ছিল? অসুস্থতার কারণে কিভাবে মানুষের সাথে তার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছিল? ভবিষ্যতের জন্য তার পরিকল্পনা/স্বপ্ন কি ছিল? তার জীবনের কি অর্থ ছিল?)

- যিনি এই অবশ রোগীকে য□ নিতেন তার প্রতিদিনের জীবন-যাপন সম্বন্ধে চিন্তা করুন। এটি কেমন হতে পারে?

২। ৫ পদের আলোকে আমরা এটা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি যে এই লোকটি পাপী ছিল। যখন একজন মানুষ নিজেকে অন্য কোথাও সরাতে পারে না বা শারীরিক প্রতিবন্ধী হয় তখনও সে কি ধরণের পাপ করতে পারে?

- ***আলোচনা করুন :** মানব জীবনে অসুস্থতা আমাদের ভাল করে না খারাপ করে?

৩। যারা অবশ রোগীকে বহন করে এনেছিল তারা কারা ছিল? বিভিন্ন সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করুন।

- ৩-৪ পদে যেভাবে ঘটনা উল্লেখিত আছে সেই অনুসারে কি বিষয় লোকগুলোকে এত প্রত্যয়ী করে তুলেছিল?
- বাড়ী থেকে ধাপে ধাপে বন্ধুটিকে যীশু খ্রীষ্টের সামনে আনার জন্য এই লোকগুলিকে কি করতে হয়েছিল তা একবার চিন্তা করুন। (কোনটি সহজ, কোনটি কঠিন ছিল?)

৪। বন্ধুরা অবশরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে যীশু খ্রীষ্টের সামনে এনেছিল যেন সে সুস্থ হতে পারে। কেন যীশু খ্রীষ্ট প্রথমে তার পাপ ক্ষমা করলেন? (যীশু কেন এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেন?)

- অবশ রোগীটির কাছে পাপের ক্ষমা কি অর্থ বহন করেছিল?

৫। মনে করুন, আপনি আপনার একটি মন্দ সমস্যা যীশু খ্রীষ্টের সামনে আনলেন, সমস্যাটি সমাধান করার পরিবর্তে তিনি বললেন: "আমার ছেলে/মেয়ে, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল!" আপনি কি দুঃখিত হবেন, না আনন্দিত হবেন?

- যদি আপনাকে পছন্দ করতে বলা হয়, তাহলে আপনি কোনটি পছন্দ করবেন: আপনার সমস্যার সমাধান হয়নি কিন্তু আপনার একটি ভাল বিবেকবোধ রয়েছে? অথবা আপনার সমস্যার সমাধান হয়েছে কিন্তু বিবেক আপনাকে বার বার কষ্ট দিচ্ছে?
- পাপ থেকে ক্ষমা পাবার কারণে যখন অবশরোগীটির হৃদয় আলোকিত হল, তখন শারীরিক সুস্থতার কারণে তার আচরণ কেমন ছিল?

৬। ৫ পদে যীশু কাদের বিশ্বাসের কথা বলেছেন – ভাল করে বাক্যটির গঠন লক্ষ্য করুন।

- কোন মূহুর্ত্ত থেকে অবশ রোগীটি যীশুর উপর বিশ্বাস করতে শুরু করলো?

৭। ৯ পদে যীশু খ্রীষ্ট যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার উত্তর দিন (যীশু লোকটিকে সুস্থ করলেন এর অর্থ কি? তিনি লোকটির পাপ ক্ষমা করলেন এরই বা মূল্য কি?)

৮। এই অংশটুকু শুধুমাত্র বিশ্বাস সম্বন্ধেই বলে না কিন্তু অবিশ্বাস সম্বন্ধেও বলে। কেন শিক্ষকেরা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না যে যীশু খ্রীষ্ট পাপ ক্ষমা করতে পারেন?

৯। কিভাবে আমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে, যারা নিজেরা যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারে না বা আসতে চায় না, তাদেরকে তাঁর কাছে 'নিয়ে' আসতে পারি (তারা কোথায় যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হতে পারে?)

১০। যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে এই শাস্ত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেছেন যেন তিনি আপনাকে এই কথা বলতে পারেন : "আমার ছেলে/মেয়ে, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।" আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথাগুলি আপনার কাছে কি অর্থ বহন করে?

৩। যীশু খ্রীষ্টের জন্য ফাঁদ তৈরী (৩:১-৬)

পটভূমি ঃ যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে বিশ্রামবার নিয়ে প্রথমে যে বিতর্ক হয়েছিল তা ২:২৩-২৪ পদে উল্লেখ করা আছে। এটি হচ্ছে দ্বিতীয়বার।

১। পঙ্গু হয়ে যাওয়া হাতটি সেই লোকটির দৈনন্দিন জীবনে কি রকম প্রভাব ফেলতো? (তার কাজ, অর্থনৈতিক বিষয়, তার পরিবার, ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক? শুধুমাত্র একটি হাত ব্যবহার করতে পারা একজন মানুষের জন্য কি ধরণের কাজ সচরাচর পাওয়া যেতে পারে?)

- ৫ পদ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সেই লোকটির হাত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। কি কারণে এই ব্যক্তির হাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল বলে আপনি মনে করেন, এটি কি কোন দুর্ঘটনার জন্যে?
- এই পাঠ্যাংশটুকুর মধ্য থেকে এই ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা পান?

২। সেইদিন সকালে সমাজগৃহে কি ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল?

- আমরা এই পাঠ্যাংশের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে সেই লোকটি সুস্থ হবার জন্য সমাজগৃহে আসেনি। সে কি কারণে এসেছিল?
- কেন লোকটি যীশু খ্রীষ্টের কাছে সাহায্য চায়নি?

- বিশ্রামবারের দিন এই লোকটি এবং ফরীশীদের সমাজগৃহে আসার যে উদ্দেশ্য ছিল তার তুলনা করুন।

৩। কেন ফরীশীরা যীশু খ্রীষ্টকে সামনা-সামনি অভিযুক্ত করলেন না? তারা যীশুকে নিয়ে কি ভুল চিন্তা করেছিল?

- ফরীশীরা পঙ্গু হাতের লোকটি সম্পর্কে কি চিন্তা করেছিল?

৪। লোকটি যে স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই স্থানে সুস্থ না করে যীশু খ্রীষ্ট কেন সেই লোকটিকে সবার সামনে দাঁড়াতে বললেন?

- আপনার কি মনে হয় লোকটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির অনুরোধে সামনে দাঁড়িয়েছিল?

৫। ৪ পদে যীশু খ্রীষ্ট বুদ্ধিপূর্বক তার প্রতিপক্ষের সামনে নিজের ইচ্ছার কথা তুলে ধরেছেন। 'জীবন রক্ষা করা বা নষ্ট করা' – এই ধরণের গভীর কথার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট কি বুঝাতে চেয়েছেন? (ফরীশীদের আচরণ কিভাবে এই লোকটির মৃত্যু ঘটাতে পারে? কিভাবে যীশু তাকে রক্ষা করলেন?)

৬। সু-সমাচার সমূহে খুব কমই যীশু খ্রীষ্টের রাগ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন যীশু খ্রীষ্ট এই পরিস্থিতিতে রাগ করলেন ও দুঃখ পেলেন (৫)?

৭। যখন লোকটিকে বলা হল যে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, তখন সে যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে কি বিশ্বাস করছিল?

- আপনার কাছ থেকে আজ যীশু খ্রীষ্ট কি ধরণের বিশ্বাসের পদক্ষেপ আশা করছেন?

৮। যীশু খ্রীষ্টের কাজ ও কথার মধ্যে এমন কি ছিল যার ফলে ফরীশীরা যীশুর উপর খুব রেগে গেল এবং তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে শুরু করলো?

৯। নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ফেলেও কেন এই লোকটিকে সুস্থ করা যীশু খ্রীষ্টের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

- যদিও তিনি মানুষকে সাহায্য করতেন ও রক্ষা করতেন (৪) তবুও তাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল?

সু-সমাচার : বিশ্রামবার সম্বন্ধে যে শিক্ষা যীশু খ্রীষ্ট দিয়েছেন তা ফরীশীদের দেয়া শিক্ষা থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। ফরীশীদের কাছে এর অর্থ ছিল মানুষের জন্য শুধুমাত্রই একটা আইন যা সম্পূর্ণভাবে পালন করলে মানুষ পরিত্রাণ পেত। যীশু খ্রীষ্টের কাছে এটি ছিল সু-খবরের একটি চিত্র – এটি ছিল সেই বিশ্রাম যা ঈশ্বর তাদেরকেই দেবেন যারা তাদের পাপের জন্য ক্ষমার উপর বিশ্বাস করবেন (ইব্রীয় ৪:৯-১০)।

৪। একটি ঝড়ের মধ্যে (৪:৩৫-৪১)

পটভূমি ঃ যীশুর শিষ্যদের মধ্যে চারজন পেশাদার জেলে ছিলেন। গালীল হ□দের সমস্ত কিছু তাদের নখদর্পণে ছিল।

১। গালীল সাগরটি ২০ x ১২ কিলোমিটার ছিল। এধরণের একটি সাগর আড়াআড়ি পার হতে আনুমানিক কত সময় লাগতে পারে?

- সন্ধ্যার দিকে আপনাকে যদি কেউ এ ধরণের একটি হ□দ বা সাগর আড়াআড়ি পার হতে বলে তাহলে আপনি কি চিন্তা করবেন?

- দিনের সে সময়ে যীশু যখন তাদের সাগরটি পার হতে বললেন তখন কেন শিষ্যরা তাকে আদৌ কোন প্রতিবাদ করেননি?

২। ঝড়েরও মধ্যে প্রায় জলে ভরে উঠা একটা নৌকায় একজন ব্যক্তি কি কারণে ঘুমাতে সমর্থ? এর বিভিন্ন কারণ খুঁজে বের করুন। (এটি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের কাছে কি প্রকাশ করে?)

৩। জলে ভেসে থাকার জন্য শিষ্যরা কি ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

- এই পরিস্থিতিতে কেন শিষ্যরা ঈশ্বরের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি?

৪। আপনি কি এমন কোন পরিস্থিতিতে কখনও পড়েছেন যখন আপনার মনে হয়েছে যে আপনি ডুবে (৩৮) যাচ্ছেন কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ঘুমিয়ে রয়েছেন এবং আপনার ও আপনার প্রিয়জনের বিষয়ে একটুও খেয়াল করেননি? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

- ৩৮ পদ মূলতঃ একটি প্রার্থনা। এই পদের মধ্য দিয়ে আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে কি শিক্ষা পাই?

৫। যখন শিষ্যরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য পেলেন তখন তারা কেন আশ্চর্য্যান্বিত হলেন?

- আপনি শেষবারের মত যখন সমস্যায় পড়েছিলেন, তখন শিষ্যদের মত কি পছন্দ বা অপছন্দ করেছিলেন?

৬। আমাদের সমস্যার সময়ে কি ধরণের সহায়তা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে আশা করা উচিত?

৭। বাতাস ও ঝড় সত্যিই যে যীশু খ্রীষ্টের ধমক শুনেছিল (৩৯), এটি বিশ্বাস করা আপনার জন্য সহজ না কঠিন? আপনার কারণগুলো বলুন।

- যীশু খ্রীষ্ট ঝড়ের সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "থাম! শান্ত হও!" তাঁর এই কথা আপনার পরিস্থিতিতে কি অর্থ বহন করে?

৮। ৪০ পদে উল্লেখিত কথাটি শিষ্যরা যখন যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনতে পেল তখন তারা কেমন অনুভব করেছিল?

- ৪০ পদে যীশু শিষ্যদের যা বলেছেন তা যদি তিনি আপনাকেও বলেন তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

৯। এই দুই ধরণের ভয় কিভাবে শিষ্যদেরকে অন্যের থেকে আলাদা করে : মৃত্যুর ভয় এবং পরে যীশু খ্রীষ্টের অলৌকিক কাজ করার পর ভয় (৪০-৪১)?

১০। যীশু খ্রীষ্ট কেন সেই লোকদেরও সাহায্য করেন যাদের বিশ্বাসের অভাব রয়েছে?

- এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কিভাবে শিষ্যদের বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে গেল?
- যে ধরণের সমস্যার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আপনি এখন যাচ্ছেন তা কিভাবে আপনার বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সু-সমাচার ঃ শিষ্যরা ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট রক্ষা পাননি। ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হবার অর্থ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ডুব দেয়া, একেবারে ঠিক ডুবে মৃত্যুবরণ করার মত। দলনেতা গীতসংহিতা ৬৯:১-২ এবং ১৪-১৫ পদ পড়বেন। এটি এমন একটি গান যেখানে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের আগুনের হ□দে (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪) ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু খ্রীষ্ট মূল্য দিয়েছেন।

৫। একটি আশাহীন ঘটনা (৫:১-২০)

পটভূমি ঃ এই পাঠ্যাংশের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তিটি সম্ভবত পৌত্তলিক (ইহুদি, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলিম ধর্ম পালন করে না এমন) ছিল, কারন সে গালীল হ□দের পূর্বদিকে বাস করত। পৌত্তলিকরা শুয়োরের পাল চরায় এবং তা খায়, যা ইহুদিদের জন্য অনুমোদিত ছিল না। কোন কোন সময় প্রতিমা পূজার মধ্য দিয়ে মন্দ আত্মা তাদের মধ্যে জায়গা করে নিত। একটি বাহিনী ছিল প্রাচীন রোমের ৬০০০ সৈন্যের সমতূল্য।

১। ভূতে পাওয়া লোকটির পরিবার ছিল (১৯)। লোকটিকে তার ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য তারা কি করেছিল?

- এরকম পরিস্থিতিতে লোকটির স্ত্রী, সন্তান এবং অভিভাবকদের জন্য খারাপ বিষয় কি ছিল (৩-৫)?
- এই অংশের আলোকে আমাদের বর্তমান সময়ে কি ধরণের লোকেরা একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আশাহীন হতে পারে?

২। ৩-৭ পদের আলোকে কোন কাজটি সেই লোক নিজ থেকে করতো এবং কোন কোন কাজ সে সেই খারাপ আত্মার প্রভাবে করতো?

- এই লোকটি যীশু খ্রীষ্টের কাছে কি চেয়েছিল (৬-৭)? (এই লোকটির আচরণে আপনি কি অসঙ্গতি বা পার্থক্য দেখতে পান?)

৩। এই লোকটি কিভাবে আগে থেকেই যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে জানতো, এবং কোথা থেকে সে তা জানতে পেরেছিল (৭)?

৪। একজন মানুষের মধ্যে ৬০০০ ভূত প্রবেশ করার কারণ কি হতে পারে?

- যীশু খ্রীষ্ট এবং ভুতে পাওয়া লোকটির আলাপের মধ্য দিয়ে আমাদের অদেখা পৃথিবীর শক্তি সম্বন্ধে কি প্রকাশ পায়? (৮-১৩)
- কেন যীশু খ্রীষ্ট ভুতেরা যা করতে চেয়েছিল তা করতে দিয়েছিলেন?
- এই শাস্ত্র আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভুত অথবা অন্ধকারে ভয় পেয়ে থাকেন। এই ধরণের ব্যক্তিদেরকে শাস্ত্রের এই অংশ কি স্বান্তনা দিতে পারে?

৫। কেন গেরাসেনীয়রা তাদের প্রতিবেশী আবার সুস্থ হয়ে উঠলেও আনন্দিত হতে পারলেন না? (১৪-১৭)

- বর্তমান সময়ে ২০০০ শুয়োরের দাম কত?
- যদি একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য যীশু আপনার সমস্ত সম্পত্তিকে ধ□ংস করে ফেলেন তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে?

৬। এই লোকটির জীবনে কি কি বিষয় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল?

- আপনি কি মনে করেন যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হবার পরে, লোকটির কবরস্থানে কাটানো বছরগুলির সম্পর্কে কি ভেবেছিল? (যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে এই লোকটির জীবন বিয়োগ থেকে একটি বড় যোগে পরিণত করলেন?)

৭। কেন যীশু খ্রীষ্ট চাইলেন না যে লোকটি তাঁর সঙ্গে আসুক? (১৮-১৯)

- কেন যীশু খ্রীষ্ট এই পৌত্তলিক ব্যক্তিকে এই আশ্চর্যকাজ সম্পর্কে বলতে বলেছেন? যদিও তিনি মাঝে মধ্যে ইহুদিদেরকে তা করতে বারণ করেছেন?

৮। ১৯ পদে উল্লেখিত অংশটি আজ যীশু আমাদের সবাইকে বলেছেন। আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পদটি আপনার কাছে কি অর্থ বহন করে? (কি এমন মহৎ বিষয় আছে যা প্রভু আপনাকে আপনার পরিজনের কাছে তুলে ধরতে বলেন?)

- এই পাঠের আলোকে, একটি আশাহীন ঘটনার সময় আপনি কিভাবে একজন ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন?

৯। শয়তানের সাথে প্রতিযোগিতায় যীশু খ্রীষ্ট এখানে ১০-০ পয়েন্টে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু তারপরও কেন তিনি কালভেরীতে প্রতিযোগিতায় হেরেছিলেন?

সু-সমাচার ঃ এসময় দলনেতা বাইবেলে থেকে যিচয়া ৫২:১৪ এবং ৫৩:৩ পদ পাঠ করতে পারেন। গেরাসেনীর এই লোকটির সাথে যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশে থাকার মধ্যে একটি মিল রয়েছে। ঐ সময়ে 'বাহিনী'দেরকে তাঁকে কষ্ট দেয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এটা ঘটেছিল এই কারণে যে, সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সামনে আমাদের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

৬। যখন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে (৫:২১-২৪ এবং ৩৫-৪৩)

পটভূমি ঃ ইহুদিদের সমাজগৃহের নেতা হিসাবে শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গরাই নির্বাচিত হত। শুধুমাত্র যায়ীর ছাড়া সমস্ত সুসমাচারের সমাজগৃহের যে সমস্ত নেতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা যীশু খ্রীষ্টের বিপক্ষ ছিলেন। যায়ীরের শুধুমাত্র একটি সন্তান ছিল (লূক ৮:৪২)।

১। অনেকদিন অপেক্ষা করার পর সন্তান এসেছে এমন একটি পরিবারের প্রতিদিনের কথা চিন্তা করুন।

২। যখন একটি সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন পরিবারের অভিভাবকের অবস্থা কেমন হতে পারে? এর বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলির কথা চিন্তা করুন।

- যায়ীরের মেয়েটি যখন অসুস্থ হয়েছিল তখন ঈশ্বরের সঙ্গে যায়ীরের সম্পর্ক কেমন ছিল বলে আপনার মনে হয়?

৩। যায়ীর কেন এমন একজন লোকের কাছে সাহায্য চাইলেন যে তার নিজের স্থানে যেখানে সে চলাফেরা করছিল সেখানে জনপ্রিয় ছিল না?

- যায়ীর যীশু খ্রীষ্টের কাছে যে ভাবে সাহায্য চাইলেন তা থেকে আমরা যায়ীর সম্বন্ধে কি শিক্ষালাভ করতে পারি? (২২-২৩)

৪। একজন বাবা যখন তার ঘর থেকে কোন খারাপ সংবাদ শুনতে পায় তখন সেই বাবার মনের অবস্থা কি রকম হয়?

- আপনার কি কখনও এমন মনে হয়েছিল যে আপনি যীশুকে কোনভাবে বিরক্ত করবেন না? কখন আপনার এমনটি ঘটেছিল?

৫। কেন যীশু খ্রীষ্ট যায়ীরকে ভয় না পেতে বললেন যদিও তার জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল (৩৬)?

- এই পৃথিবীতে আপনি সবচেয়ে কি বেশী ভয় পান? (আপনি আপনার হৃদয় থেকে উত্তর দিতে পারেন।)
- যখন আপনার জীবনে কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে সে মূহুর্তে যদি যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে বলেন ভয় কোর না, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে?

৬। যীশু খ্রীষ্ট আজকে আপনাকে বলছেন **'ভয় কোর না কেবল বিশ্বাস করো'**। আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথাগুলো কি অর্থ বহন করে?

- যদিও মেয়েটি মারা গিয়েছিল তবুও যায়ীর কি বিশ্বাস করেছিল?
- যদি যায়ীর যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস না রাখতো তাহলে সে কি করতো?

৭। যায়ীরের স্ত্রী দেখেছিল যে তার স্বামী যখন চলে গেছে তখন তার সন্তানটিও মারা গেছে। আপনি কি মনে করেন যখন যীশু খ্রীষ্ট এবং স্বামী তাদের বাসায় ফিরে এসেছিল তখন তার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল?

- যখন যীশু খ্রীষ্ট যায়ীরের বাড়ীতে পৌঁছালেন তখন মেয়েটিকে সমাধিস্থ করার সব প্রস্তুতিই চলছিল। ৩৯ পদের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট সেখানে উপস্থিত আত্মীয় পরিজনদেরকে কি বলতে চেয়েছিলেন?

৮। কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট মেয়েটিকে মৃত থেকে জীবিত করলেন তা ভালভাবে পড়ুন (৪১-৪৩)। বিশেষভাবে কোন বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে কৌতুহলপূর্ণ?

৯। কেন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর এই অলৌকিক কাজ সম্বন্ধে অন্যদের কাছে বলতে কড়াকড়িভাবে নিষেধ করলেন, যদিও এটি তাঁর পরিচর্যা কাজের একটি ভাল দিক ছিল?

১০। এই ঘটনাটি সেই মেয়েটির জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল? কিভাবে এটি তার ভবিষ্যত জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল?

- এই ঘটনাটির পরে মেয়েটির পিতামাতার জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল?
- পরবর্তীতে এই পরিবারটি যখন যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবার গুজব শুনেছিল তখন তারা কি চিন্তা করেছিল?

সু-সমাচার ঃ 'ভয় কোর না, কেবল বিশ্বাস করো' যীশু খ্রীষ্টের মুখ থেকে এই কথা শোনার অর্থ হচ্ছে যে 'এই জিনিসটি আমার কাছে দাও, আমি এর য□ নেব'। যীশু খ্রীষ্ট শুধু একটি বিষয়েই ভীত হয়েছিলেন, তার স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে পৃথক হওয়া। গেৎশীমানী বাগানে যখন তাঁর ঘাম রক্তে পরিণত হয়েছিল তখন তিনি খুবই ভয় পেয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হওয়া (এটি হল : নরক) হল এমন একটি বিষয় যে বিষয়ে আমাদের ভয় পাওয়া উচিৎ। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস আনে তাদের জীবনের সমস্ত কিছু তিনি অনুগ্রহে পরিবর্তন করতে পারেন এবং করবেন।

৭। নারীত্বের পরিচয় হারানো একজন নারী (৫:২৫-৩৪)

পটভূমি ঃ মোশি ভাববাদীর বিধি অনুসারে একজন নারীকে রক্তস্রাবকালীন সময়ে ধর্মীয়ভাবে অপবিত্র গণ্য করা হতো। তখন কেউ সেই মহিলাকে বা তাঁর ছোঁয়া কোন বস্তুকে স্পর্শ করতে পারতো না। এসময়ে সে কোনভাবেই উপাসনাগৃহে প্রবেশ করতে পারতো না (লেবীয় ১৫)।

১। ধরুন এই অংশে যে মহিলার কথা বলা হয়েছে তার বয়স ত্রিশ অথবা চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন যখন তার বয়স আরও কম ছিল। যদি তিনি বিয়ে করতেন তাহলে এই অসুস্থতা তার জীবনে কি ধরণের প্রভাব ফেলতো? বিয়ে না করলেও কি হতো?

- সবসময় রক্তস্রাব হওয়া সেই মহিলাটির শারীরিক অবস্থাকে কোন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিল?
- এধরণের অসুস্থতা একজনের ব্যক্তিসত্ত্বায় কি ধরণের প্রভাব ফেলে?

২। অনেক অল্প বয়স থেকে এই ধরণের রোগ বহন করতে করতে ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কি চিন্তা ছিল বলে আপনি মনে করেন?

- অনেক বছর ধরে অসুস্থ থাকার কারণে প্রভু ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক কেমন পরিবর্তিত হয়েছিল বলে মনে হয়?

৩। ২৬ পদ আমাদের বলে যে একসময় এই মহিলার বেশ কিছু সম্পত্তি ছিল। কোথা থেকে এই মহিলা অর্থ পেয়েছিল এবং সত্যিকারভাবে কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়েছিল তার সম্ভাব্য কারনগুলো চিন্তা করুন।

৪। আমরা ধারণা করতে পারি যে সেই সময়ে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট পেশাদারী ছিল না। কেন এই মহিলাটির সুস্থ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যার জন্য তিনি যে কোন চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং তার সমস্ত অর্থ বিভিন্ন চিকিৎসকদের কাছে ব্যয় করেছিলেন?

- তার জীবনের এই অবস্থায় এসে সমস্ত চিকিৎসক ও সুস্থতাদানকারীদের সম্বন্ধে এই মহিলার কি ধারণা ছিল বলে আপনার মনে হয় (২৬)?
- যীশু খ্রীষ্ট ও অন্যান্য সুস্থতাদানকারীদের মধ্যে পার্থক্য কি কি?

৫। এই মহিলা বিভিন্ন নিরাময়কারীদের কাছে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন, তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে যীশু খ্রীষ্টের কাপড় স্পর্শ করামাত্রই তিনি সুস্থ হবেন (২৮)?

- আপনিও কি নিশ্চিন্ত যে সেই নারীর মত যীশু খ্রীষ্ট আপনারও যে কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন?

৬। অন্যান্য অসুস্থ ব্যক্তিরা যে ভাবে যীশু খ্রীষ্টের কাছে সুস্থ হবার জন্য সাহায্য চাইতেন, এই মহিলা কেন তা চাননি?

- সুস্থ হবার জন্য কেন এই মহিলা স্পর্শ করাকেই বেছে নিলেন?

৭। কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট জানতে পারলেন যে কেউ একজন তার কাপড় স্পর্শ করেছে?

- কেন যীশু খ্রীষ্ট তার সাথে কথা না বলার আগে বাড়ীতে যেতে দিলেন না?

৮। ৩০ পদে যীশু খ্রীষ্ট যে প্রশ্ন করেছেন তা যখন সেই মহিলাটি শুনেছিল তখন তার অনুভূতি কেমন হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

- যখন যীশু খ্রীষ্ট ঘুরে দাঁড়িয়ে মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন মহিলাটি যীশু খ্রীষ্টের চোখে কি দেখতে পেয়েছিলেন (৩২)?

৯। মহিলাটি যীশু খ্রীষ্টের কাছে একটি কথা বলার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু শেষে তিনি তার সমস্ত সত্য ঘটনাই খুলে বললেন। তিনি কি বলেছিলেন (৩৩)?

- আপনি কি কখনও আপনার নিজের জীবনের সমস্ত সত্য ঘটনা যীশু খ্রীষ্টের কাছে বলেছেন? যদি না বলে থাকেন, তাহলে কেন?

১০। ৩৪ পদ দুই ভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে : 'তুমি বিশ্বাস করেছ বলে সুস্থ হয়েছ', অথবা 'তুমি বিশ্বাস করেছ বলে রক্ষা পেয়েছ'। কেন যীশু খ্রীষ্ট এই কথাগুলো সেই মহিলাটিকে বলতে চেয়েছিলেন?

- কেন যীশু খ্রীষ্ট এই মহিলাটিকে তার মেয়ে (মা) হিসাবে ডেকেছিলেন যদিও সম্ভবতঃ তাদের বয়স প্রায় কাছাকাছি ছিল?

সু-সমাচার ঃ যীশু খ্রীষ্ট নিজেও অপবিত্র হয়েছিলেন যখন তাঁর ক্রুশ থেকে তাঁর রক্ত পতিত হয়েছিল। যারা তাকে স্পর্শ করেছিল তারাও অপবিত্র হয়েছিল। মহিলাটিকে রক্ষা করার জন্য যীশু খ্রীষ্ট এই মূল্য দিয়েছিলেন এবং সেই সাথে আপনাকে রক্ষা করার জন্যও!

৮। একটি থালাতে মাথা (৬:১৬-২৯)

পটভূমি ঃ হেরোদ সত্যিকার অর্থে একজন রাজা ছিলেন না কিন্তু তিনি শুধুমাত্র প্রাচীন রোমীয়দের অনুমোদনে ফিলিস্তিনের একটি অংশের উপর শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। যখন ইহুদিদের ইতিহাস লেখক যোষেফাস হেরোদের বিয়ের সম্বন্ধে লেখেন, তিনি একই বিষয়ই বলেছেন যা সু-সমাচারে লেখা আছে। তিনি অবশ্য হেরোদের যুবতী মেয়ের নামও উল্লেখ করেছেন। তাকে সালোমী বলে ডাকা হতো। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বয়স যখন ৩০ তখন তিনি গ্রেপ্তার হন।

১। হেরোদ কেন তার ভাইয়ের স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে পেতে চেয়েছিলেন তার বিভিন্ন কারণগুলি চিন্তা করুন।

- হেরোদিয়া কেন হেরোদকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এবং তার স্বামীকে ত্যাগ করতে চেয়েছিল তার কারণগুলো বের করুন।

২। বাপ্তিস্মদাতা যোহন কেন হেরোদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামালেন যদি তিনি জানতেন যে এটি বিপদজনক?

- যদি কেউ এসে আপনার ব্যক্তিগত পাপ নিয়ে তীব্রভাবে আপনাকে তিরস্কার করে তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?
- কেন হেরোদিয়া যোহনকে তার স্বামী যতটা ঘৃণা করতো তার চেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন (১৯-২০)?

৩। আপনার কি মনে হয় বাপ্তিস্মদাতা যোহন যখন জেলের ভেতরে ছিলেন তখন তিনি কিছু চিন্তা করেছিলেন? (আপনি কি মনে করেন তিনি কি হেরোদকে সমালোচনা করার জন্য একবারও দুঃখিত হয়েছিলেন?)

৪। শুধুমাত্র একজন কয়েদি হওয়া সত্ত্বেও হেরোদ কেন যোহনকে ভয় করতেন?

- কয়েদি হওয়া সত্ত্বেও যোহন কেন হেরোদকে ভয় করতেন না?
- যোহনের কথার মধ্যে এমন কি থাকতো যা হেরোদকে উদ্দীপিত করে তুলতো?

৫। হেরোদিয়ার মেয়ে তখন কিশোরী। এই বয়সে সে কি ধরণের জীবন যাপন করতো তা আলোচনা করুন।

- মা ও মেয়ের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে এই কাহিনী আমাদেরকে কি চিত্র দেখায় (২১-২৮)?
- কেন মেয়েটি একটি ঘোড়া কিম্বা নৌকা অথবা তার জন্মদিনের জন্য একটি সুন্দর জামা চায়নি, যা এই বয়সের মেয়েরা চায়?

৬। কেন হেরোদিয়া এবং তার মেয়ে যোহনের মাথা চাইলেন? কেন শুধুমাত্র তাকে মেরে ফেলাই যথেষ্ট ছিল না? এবং কেন মাথা থালাতে আনা হয়েছিল, কোন বস্তা বা বাক্সে করে নয়?

- এই অংশে আপনি কতজন হত্যাকারীকে খুঁজে পান?

- এই ঘটনা মেয়েটির ভবিষ্যত জীবনে কি প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন?

৭। ২৬ পদ হেরোদ সম্বন্ধে আমাদের কাছে কি প্রকাশ করে?

- কেন যোহনের হত্যা অন্যান্য আরো অনেক সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপের চেয়ে হেরোদের জীবনে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল (১৬)?

৮। আপনার কি মনে হয় যোহন তার শেষ মূহুর্তে কি ভেবেছিলেন?

- খ্রীষ্টের অগ্রদূতকে কেন এমন দুর্ভাগ্যজনকভাবে মরতে হল?

৯। সাধু যোহনের শিষ্যরা তাদের গুরুর এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছিলেন বলে আপনার মনে হয় (২৯)?

- আপনার কি মনে হয় যে সাধু যোহনের জীবন খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গিয়েছিল? কারণ দেখান।
- হেরোদ ও হেরোদিয়ার জীবনের সাথে সাধু যোহনের জীবনের তুলনা করুন।
- যীশু খ্রীষ্ট ও সাধু যোহনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কি মিল রয়েছে? পার্থক্যই বা কি রয়েছে?

১০। বর্তমান সময়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে এই অংশের মূল বিষয় কি বলে আপনার মনে হয়?

৯। ২৫০০০ রুটি এবং ১০০০০ মাছ (মার্ক ৬:৩০-৪৪)

পটভূমি ঃ দলীয় বাইবেল পরিচালনাকারী অবশ্যই মানচিত্র থেকে দেখানো উচিৎ যে কোথায় এই অলৌকিক কাজটি সংঘটিত হয়েছিল : এটি ছিল বৈৎসৈদা হ□দের কাছেই (৪৫)। দলীয় নেতার অবশ্যই বের করা উচিৎ যে গালীলের মূল শহর থেকে এটি কতদূরে। মনে রাখুন যে, যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের সেই স্থানে যাবার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্রাম নেয়া (৩১-৩২)।

১। একজন মানুষ খুব ব্যস্ত এবং সেকারণে তিনি খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না এটি সাধারণতঃ একজন ব্যক্তিকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে (৩১)?

- শিষ্যরা যখন দেখলেন যে লোকেরা হ□দের তীরে তাদের জন্য ইতিমধ্যে অপেক্ষা করছে তখন তারা কেমন অনুভব করেছিল বলে আপনার মনে হয়?
- দিনটি শেষ হয়ে গেলেও কেন যীশু খ্রীষ্ট লোকদের উপর রাগান্বিত হলেন না (৩৪)?

২। যীশু খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিক্ষা শেষ করলেন তখন প্রায় বিকাল হয়ে এসেছিল। আপনার কি মনে হয়, শিষ্যরা সেইদিন সেই সময়ে কি অনুভব করছিলেন?

- হিসাব করুন যে বিশ্রামের জন্য অবস্থানরত স্থান থেকে মূল শহৰ গালীলে পায়ে হেঁটে যেতে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে? মনে রাখুন যে সেই জনভিড়ে অনেক বৃদ্ধ এবং শিশুরাও ছিল।

৩। পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে একজনের খাবার হয়। আমাদের টাকায় এরকম দুপুরের খাবারের দাম কত হতে পারে?

- আপনি কি মনে করেন ২৫০০০ রুটি ও ১০০০০ মাছ খুজে পাবার জন্য শিষ্যদের কতটি গ্রাম ঘুরতে হতো (৩৬)?

৪। বর্তমান সময়ে এরকম ৫০০০ লোকের খাবারের দাম কত হবে?

- ২০০ দীনার ছিল সেই সময়ে একজন মানুষের বাৎসরিক আয়ের দুই তৃতীয়াংশ। কেন শিষ্যরা ঠিক এই অংকের কথা উল্লেখ করলেন (৩৭)?

৫। যীশু খ্রীষ্ট কেন তাঁর শিষ্যদের বললেন 'তোমরাই ওদের খেতে দাও' (৩৭)?

- শিষ্যরা যীশুর এই অনুরোধের কি উত্তর দিয়েছিল?

৬। যীশু খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে কাজ করার সাহস শিষ্যরা কোথা থেকে পেলেন (৩৯)?

- আপনি কি মনে করেন লোকেরা যখন ঘাসের উপর বসেছিল তারা কি এটি বিশ্বাস করেছিল যে তাদেরকে যে কোন ভাবেই হোক খাওয়ানো হবে? যদি তারা বিশ্বাস করেই থাকে, তাহলে তারা কি ভেবেছিল যে খাবার কোথা থেকে আসবে?

৭। কেন যীশু রুটিকে ৫০০০ গুণ বৃদ্ধি করেছিলেন, বা বলা যায় যে, পাথরকে রুটিতে পরিণত করেছিলেন (৪১-৪২)?

- যীশু খ্রীষ্ট যে অলৌকিক কাজ করেছেন এবং যাদুকরেরা যে আশ্চর্যকাজ করে তার মধ্যে পার্থক্য কি?

৮। বিভিন্ন কারণগুলো খুঁজে বের করুন যে কেন বর্তমান সময়ে খ্রীষ্টিয়ানরা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষদেরকে খাবার দিতে খুব আগ্রহী নয়? (বর্তমান সময়ে খ্রীষ্টিয়ানরা কিসে বেশী ব্যতিব্যস্ত?)

- সেই ক্ষুধার্তরা কোথায় যেখানে যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে আজ খাবার দিতে বলেন?

৯। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার দেয়া একটি (ছোট) উপহারকে তিনি ৫০০০ ভাগ করতে পারেন?

- বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য কি?

সু-সমাচার ঃ এই অলৌকিক কাজটি করার পরে যীশু খ্রীষ্ট বললেন 'আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই রুটি খায় তবে সে চিরজীবি হবে। যে রুটি আমি দেব তা হোল আমার দেহের মাংস। তা আমি দিই যাতে জগত জীবন পায়' (যোহন ৬:৫১)। ক্রুশীয় মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র মেজের সেই রুটিতে পরিণত হয়েছেন, আমাদের জন্য অনন্ত জীবনের রুটি।

১০। "ইপ্‌ফাথা! খুলে যাক!" (৭:৩১-৩৭)

পটভূমি ঃ পাঠ্যঅংশের এই লোকটি ছোটবেলা থেকেই কালা ও বোবা ছিল, কারণ সে কথা বলতে শেখেনি। একারণে সে অন্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে অসমর্থ ছিল (সেই সময়ে সেখানে আকার ইঙ্গিতে বলার কোন ভাষাও প্রচলিত ছিল না)। যিচয়া ভাববাদী ৭০০ বছর আগে ভাববাণী করেছিলেন যে (যিচয়া ৩৫:৫) খ্রীষ্ট কালাদের শুনতে ও বোবাদের কথা বলতে সাহায্য করবেন (৩৭)।

১। প্রতিদিন আপনি যে বিভিন্ন ধরণের শব্দ ও কথা শুনতে পান সে সম্বন্ধে চিন্তা করুন। যদি আপনি কোন কিছু শুনতে অক্ষম হতেন তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয় কি হতো?

২। এই লোকটির ছোটবেলার কথা চিন্তা করুন। (আপনার কি মনে হয় তার বাবা মা তাকে কি বিপদ থেকে রক্ষা করা, তার কাজ করা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছিল? তার সঙ্গীদের সাথে তার কি ধরণের সম্পর্ক ছিল? আপনি কি মনে করেন সে নিজেকে নিয়ে কি কল্পনা করতো?)

৩। একজন সমবয়সী শ্রবণ প্রতিবন্ধি ও পূর্ণবয়স্ক সঙ্গীর প্রতিদিনের জীবন-যাপন তুলনা করুন।

- সম্ভবত এই লোক কয়েকবার সমাজ ও উপাসনাগৃহে গিয়েছে। অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে কতটুকু সে বুঝত বলে আপনি মনে করেন?

৪। যারা যীশু খ্রীষ্টের কাছে এই লোকটিকে নিয়ে এসেছিল তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? বিভিন্ন কারণগুলি চিন্তা করুন (৩২)।

- যদি আপনি একজন কালা ও বোবা লোককে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করে থাকেন, তাহলে আপনি কিভাবে তাকে বুঝিয়েছেন যে কোথায় তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কেন?
- জনসমাগমের মধ্যে থাকা এই লোকটির জন্য বেশী কঠিন ছিল কেন?

৫। এই লোকের বন্ধুরা যেভাবে চেয়েছিল যীশু খ্রীষ্ট কেন সেইভাবে তাকে সুস্থ করেননি (৩২,৩৪)?

- কেন এই লোকটি প্রতিবাদ না করে একজন অচেনা রাবি□ (গুরু)র সাথে আলাদা জায়গায় গিয়েছিলেন (৩৩)?

৬। ৩৩-৩৪ পদের আলোকে আপনার কি মনে হয় যীশু খ্রীষ্টের নিজের চারটি প্রতীকি ভাষার কতটুকু এই লোকটি বুঝতে পেরেছিলেন? (লোকটিকে সুস্থ করার পূর্বে স্বর্গের দিকে তাকানোর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট লোকটির কাছে কি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন? তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছিলেন?)

৭। সাধু মার্ক কেন তার অৰামিক ভাষায় লেখা আসল সু-সমাচারে সুস্থ করার ভাষাগুলি উল্লেখ করেছেন (৩৪)?

- যীশু খ্রীষ্ট এখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঐ লোকটিকে যা বলেছেন তা আপনাকে বলেছেন : **'ইপফাথা!'** 'খুলে যাক!' এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি আপনার কাছে কি অর্থ বহন করছেন – অন্যান্য লোকদের সাথে আপনার যোগাযোগের বিষয়ে চিন্তা করুন। (হৃদয় থেকে উত্তর দিন)।

৮। একটি ভাষার মূল শব্দগুলি শিখতে একটি শিশুর সাধারণতঃ তিন বছর সময় লাগে। এটি কিভাবে সম্ভব যে লোকটি চোখের পলকেই তার সমস্ত তথ্য পেয়ে গেছেন?

৯। যীশু খ্রীষ্টের প্রতিটি অলৌকিক কাজই আমাদেরকে স্বর্গের সম্বন্ধে কিছু বলে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি?

১০। কেন লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের সেই অলৌকিক কাজ সম্বন্ধে কথা বলাবলি করছিল যদি যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে তা বলতে নিষেধ করেছিলেন (৩৬)?

- আপনার কি মনে হয় : বর্তমান সময়ে মিডিয়াতে অলৌকিক কাজের বিজ্ঞাপন কি আমাদের খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীগুলোর জন্য লাভজনক?
- বন্ধুদের কাছে কি ধরণের খবর বলা যীশু খ্রীষ্ট সমর্থন করেন?

সু-সমাচার ঃ যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর পিতার গভীর সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল যখন যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট এই মূল্য দিয়েছিলেন যাতে করে আমরা পাপীরা স্বর্গীয় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

১১। নিজস্ব ইচ্ছা না থাকা একজন অন্ধ মানুষ (৮:২২-২৬)

পটভূমি ঃ এই লোকটি আগে দেখতে পেত। আমরা এটি জানি কারণ সু-সমাচার আমাদের বলে যে যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকেই সুস্থ করেছেন যে জন্মান্ধ ছিল (যোহন ৯:৩২)। এই পাঠ্যাংশ আমাদের বলে যে শুধুমাত্র এই একটি সময়েই যীশু খ্রীষ্ট কাউকে কয়েকটি ধাপে সুস্থ করেছিলেন। এই ঘটনার কিছু আগেই যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে আত্মিক অন্ধত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন (১৮)। এছাড়া তিনি সেখানে একবার বৈৎসৈদার অবিশ্বাস নিয়ে অভিযোগ করেছেন, যেখানে তিনি এই অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

১। অন্ধ লোকটি কেন যীশু খ্রীষ্টকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

- কল্পনা করুন সুস্থ হবার আগ পর্যন্ত অন্ধ লোকটির জীবন যাপন কেমন ছিল?
- কি বিষয় এই লোকটিকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল? বিভিন্ন কারণ চিন্তা করুন।

২। অন্ধ লোকটির বন্ধুরা যীশু খ্রীষ্টের কাছে অন্ধ লোকটির জন্য কি প্রত্যাশা করেছিল (২২)?

- যীশু খ্রীষ্ট সেই অন্ধ লোকটির বন্ধুদের অনুরোধের কি উত্তর দিয়েছিলেন?
- আপনি কি অন্ধ লোকটির মত অথবা তার বন্ধুদের মত যারা তাকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে এনেছিল?

৩। কেন যীশু খ্রীষ্ট লোকটিকে বৈৎসৈদায় সুস্থ না করে গ্রামের বাইরে নিয়ে সুস্থ করতে চাইলেন?

- মনে করুন একজন অপরিচিত ব্যক্তি যাকে আপনি চেনেন না সে আপনার হাত ধরেছে। আপনার প্রতিক্রিয়া তখন কি হবে? (যীশু ঐ লোকটির হাত ধরে যখন গ্রামের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি কোন বাধা দেননি, এই ঘটনা ঐ লোকটির সম্বন্ধে কি প্রকাশ করে?)

৪। যীশু খ্রীষ্ট অন্ধ লোকটির প্রতি চারটি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

- কেন যীশু অন্ধ লোকটিকে সুস্থ করার জন্য অনেক গুলি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? (যীশু খ্রীষ্টের এই ধারাবাহিক ভাবে সুস্থ করা এবং তার সাথে যীশু খ্রীষ্টের কথা বলার সুযোগ লোকটির কাছে কি অর্থ বহন করে?)

৫। যীশু খ্রীষ্ট লোকটিকে জনসমাগম থেকে মুক্ত করার জন্য গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি কি মনে করেন তখনও লোকেরা তাদের চারিদিকে ঘিরে ছিল কিম্বা লোকটি যখন দেখতে পেল তখন সে ভুল দেখেছিল? (২৪)

- ধরুন যীশু তার দুহাতই তার মাথার উপর তুলে ধরে রেখেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা। তার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হতে পারে?
- দ্বিতীয় ধাপে সুস্থতার সময় যীশু কেন এই একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করেননি? (২৫)

৬। লোকটির বন্ধুরা সম্ভবতঃ তখনও বৈৎসৈদায় অপেক্ষা করছিলেন। কেন যীশু চাননি লোকটি সুস্থ হবার পর সেই স্থানে আবার ফিরে যাক? (কি ঘটনা ঘটতো যদি সে আবার গ্রামে ফিরে যেত?)

- চোখ ছাড়াও, এই লোকটির জীবনের আর কোন দিক সুস্থতা লাভ করেছিল?
- সেই লোকটির জন্য যীশুর মূল লক্ষ্য কি ছিল?

৭। এই অংশ অবশ্য আমাদেরকে এই কথা বলে যে আমাদের হৃদয়চক্ষু দিয়ে আমরা যীশুকে দেখতে পারি (১৮)। যীশু খ্রীষ্ট আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং জিজ্ঞাসা করছেন 'তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?' আপনার উত্তর কি?

- যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে আপনার হৃদয়চক্ষু খুলে দিতে পারেন, যাতে আপনি তাঁকে দেখতে পারেন?

৮। এই অলৌকিক কাজটি স্বর্গ সম্পর্কে আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

সু-সমাচার ঃ অন্ধের এই চোখ খুলে দেয়া হল এমন একটি চিহ্ন যা আমাদের বলে যে স্বর্গীয় ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে আসতে পারেন এবং লোকেরা সরাসরি তার মুখের দিকে তাকাতে পারে (যিশাইয়া ৩৫:৪-৫)। যীশু খ্রীষ্ট লোকদের কাছ থেকে নিজেকে লুকায়িত রেখেছিলেন যে কারণে বেশীরভাগ লোক তাকে প্রভু হিসাবে চিনতে পারেনি। যীশু প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন তা বোঝা এমনকি তাঁর শিষ্যদের জন্যও খুব সহজ ছিল না। এই ঘটনা আমাদেরকে দেখায় যে তিনি কে তা আমরা প্রকৃতপক্ষে না বোঝা পর্যন্ত যীশু কখনও হাল ছাড়েননি (১ যোহন ৩:২)।

১২। নিজের জীবন রক্ষা করা এবং তা হারানো (৮:৩৪-৩৮)

পটভূমি ঃ যীশু খ্রীষ্ট এখানে প্রথমবারের মত 'ক্রুশ'এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা অবশ্যই তাঁর শিষ্যদেরকে নাড়া দিয়েছিল, কারণ ক্রুশে টাঙ্গানো সেই সময়ে অত্যন্ত লজ্জাকর এবং কষ্টদায়ক ছিল যা একজনের কল্পনার বাইরে। সেই সময় যাদেরকে ক্রুশে দেয়া হতো তারা তাদের দোষের জন্য অসম্মানজনক ক্রুশটি বহন করার সময় অন্যেরা খুব উপহাস করতো। (মনে রাখুন যে আসল গ্রীক ভাষায় 'জীবন' এবং 'আত্মা' একই অর্থ বহন করে।)

১। ৩৪-৩৮ পদ

- বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনের গুরুত্ব/মূল্য কিভাবে বিবেচনা হয়? (অন্য কথায়, একজনের জীবন রক্ষা করা এবং সাময়িক কথার পরিপ্রেক্ষিতে তা হারিয়ে ফেলা, এর অর্থ কি?)
- কাকে যীশু খ্রীষ্ট এই কথাগুলি বলেছেন?
- এই কথাগুলো শোনার পূর্বে লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হবার ক্ষেত্রে কি চিন্তা করতে পারে?শোনার পরেই বা কি চিন্তা করতে পারে?
- কোন ধরণের লোকেরা এই কথাগুলো শোনার পরও যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য আগ্রহী হয়?
- যীশু খ্রীষ্ট যদি তাঁর আরো শিষ্য বৃদ্ধি করতে চান, তবে কেন তিনি এরকম কথা বলেছেন?

২। ৩৪ পদ – নিজেকে অস্বীকার করা।

- শিষ্যদের জীবনে নিজেকে অস্বীকার করার অর্থ কি?
- আপনার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য নিজেকে অস্বীকার করা – এর অর্থ কি?
- বৌদ্ধদের ধারণা অনুসারে এই প্রশ্ন করুন : খ্রীষ্টিয়ান এবং বৌদ্ধদের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি যখন এই ধরণের ধারণাগুলি আসে যে 'নিজেকে অস্বীকার কর'?

৩। ৩৪ পদ – নিজের ক্রুশ বহন করা।

- আপনার কি মনে হয়: যীশু খ্রীষ্ট কি 'ক্রুশ' বলতে এখানে যে কোন ধরণের কষ্টের কথা বলেছেন অথবা শুধুমাত্র সেই কষ্টের কথা বলেছেন যা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের কারণে আমাদের জীবনে আসে?
- আপনার জীবন কিভাবে ক্রুশ ছাড়া থাকতে পারে?
- কেন যীশু খ্রীষ্ট চাননি যে তার কোন শিষ্য ক্রুশবিহীন অবস্থায় থাকুক?
- এটি কি ধরণের পার্থক্য তৈরী করে যদি একজন কষ্টভোগকারী তার ক্রুশ শয়তানের কাছ থেকে নয়, কিম্বা কোন মানুষের কাছ থেকে নয়, বা কোন অন্ধ বিশ্বাসের কাছ থেকে নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করে?

৪। ৩৫ পদ – নিজের জীবন রক্ষা করা এবং হারানো।
- বিভিন্ন কি উপায়ে লোকেরা তাদের ক্রুশ হতে নিজেকে মুক্ত করতে চায়?
- একজন ব্যক্তি যার মূল লক্ষ্য হল সুখে থাকা, কিন্তু কেন সে সুখী হতে পারে না?
- যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা কোথা থেকে তাদের ক্রুশ বহন করার শক্তি পায়?

৫। ৩৬-৩৭ পদ – নিজের জীবন হারানো, নিজের জীবন রক্ষা করা।
- একজন মানুষ তার জীবনের জন্য কি ধরণের জিনিষ হারায়?
- যীশু খ্রীষ্ট মানুষের আত্মার বিনিময়ে কি মূল্য দান করেছেন?

৬। ৩৮ পদ - যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর কথা নিয়ে লজ্জাবোধ করা।
- অবিশ্বাসী ভাইবোনেরা শুনতে পাচ্ছে এ রকম অবস্থায় থাকলে পবিত্র শাস্ত্রের কোন কথাটি আপনার জন্য জোরে বলা কঠিন হয়?
- কেন যীশু খ্রীষ্ট নিজে সেই সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়ে লজ্জিত হবেন যাদের এই কালের অবিশ্বস্ত ও পাপপূর্ণ লোকদের মধ্যে তাঁর বাক্য নিয়ে যুদ্ধ করার সাহস নেই?
- যীশু খ্রীষ্ট যদি একজন ব্যক্তির প্রতি লজ্জিত হন তাহলে তার কি হবে?

৭। **সু-সমাচার** - প্রশ্নাবলী
- একজন ক্রুশ বহনকারী খ্রীষ্টিয়ানের কাছে এটি কি অর্থ বহন করে যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের ক্রুশ বহন করে এই একই পথে আগেই হেঁটেছেন?
- যীশু খ্রীষ্ট নিজের ক্রুশ বহন করার পরপরই তাঁর জীবন/আত্মা হারিয়েছিলেন, কেন?

১৩। একজন আধা বিশ্বাসী (৯:১৪-২৯)

পটভূমি ঃ একজন ব্যক্তি যার সাথে মন্দ বা খারাপ আত্মা আছে তাকে ভুতগ্রস্ত বলা হয়। কিছু কিছু মানসিক রোগ যেমন মৃগী রোগ থেকে এটি ভিন্ন ধরণের। একটি মন্দ আত্মা কখনই একজন খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসী যে বাপ্তিস্ম নিয়েছে তার মধ্যে বাস করতে পারে না। কারণ ইতিমধ্যেই পবিত্র আত্মা তার হৃদয়ে বাস করতে শুরু করেছেন। লূক সু-সমাচার অনুসারে, এই পাঠ্যাংশের ছেলেটি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল (লূক ৯:৩৮)।

১। যে পিতার সন্তান ভুতগ্রস্ত হয়েছিল তার প্রতিদিনের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করুন (১৭-১৮, ২০-২২)। (পিতামাতা, প্রতিবেশী ও ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করুন; এছাড়া ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনা, ছেলেটির চিকিৎসার উদ্যোগ ইত্যাদি নিয়েও চিন্তা করুন।)
- ছেলেটির বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তার জীবনের তুলনা করুন।

২। ১৪-১৮ পদে উল্লেখিত অবস্থার সময়ে তার পিতার জন্য কি বিষয় সম্ভবত কঠিন ছিল?
৩। অবিশ্বাসী লোকদের সামনে যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন তিনি কাদের কথা উল্লেখ করেছেন যাদেরকে ধৈর্য ধরে সহ্য করা কঠিন ছিল?

- **বিশেষত** ঃ এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন লোকদের অবিশ্বাসের সামনে যীশু খ্রীষ্টের দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন ছিল?

৪। কেন ছেলেটির বাবা এই ঘটনার সাথে সর্ম্পক্ত হয়ে নিজেই সাহায্যের জন্য কাঁদছিলেন : 'আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং সাহায্য করুন।'
৫। ২৩ পদে যীশু খ্রীষ্ট ছেলেটির বাবার কাছ থেকে অটল বিশ্বাস আশা করছিলেন। কেন তা করছিলেন?

- যখন আপনি দুর্দশাগ্রস্ত, তখন যদি কেউ একজন আপনার কাছ থেকে প্রকৃত বিশ্বাস আশা করে তখন আপনার কেমন অনুভব হবে?

৬। ২৪ পদের কথাগুলো যখন চিৎকার করে ছেলেটির বাবা বলছিলেন তখন তিনি কি বিশ্বাস করেছিলেন এবং কি অবিশ্বাস করেছিলেন?

- আপনার কোন একজন প্রিয় পাত্রের সমস্যার জন্য যখন আপনি যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করেন তখন আপনি কি বিশ্বাস করেন এবং কি অবিশ্বাস করেন?

৭। এই সাহায্যের জন্য আকুতি কি এটি প্রমাণ করে যে এই পিতার ইতিমধ্যে পরিত্রাণের বিশ্বাস ছিল অথবা না? আপনার কারণগুলি বলুন।

- আপনার কি মনে হয় কখন এই পিতা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনলেন? বিভিন্ন সম্ভাব্যতা আলোচনা করুন।

৮। যদিওবা এই পিতা বা সন্তানের কারোরই অটল বিশ্বাস ছিল না তবুও কেন যীশু এই পরিবারটিকে সাহায্য করলেন?

- কার বিশ্বাসের জন্য এই অলৌকিক কাজ ঘটেছিল?
- যীশু খ্রীষ্ট যেন আমাদের কোন প্রিয়জনের কষ্টের সময় সাহায্য করতে পারেন তার জন্য আপনার কতখানি বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন?

৯। ছেলেটি যখন মাটিতে মরার মত পড়েছিল তখন তার বাবা সম্ভবত ভেবেছিল যে তার ছেলে মারা গেছে (২৬)। যীশু খ্রীষ্ট সাহায্য করার পূর্বে কেন ছেলেটি তীব্র যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল? (যীশু খ্রীষ্টের কাছে সাহায্য চাইবার সাথে সাথে যদি তা পেয়ে যেতেন তাহলে তার বাবা কি শিখতে ব্যর্থ হতেন?)

- কেন যীশু খ্রীষ্ট কোন কোন সময় তাঁর মধ্যস্থতার পূর্বে আমাদের নিরাশাগ্রস্ত পরিস্থিতির শেষ দেখতে চান? (যদি তিনি তাৎক্ষণিক আপনাকে সাহায্য করেন, তাহলে আপনি কি শিখতে ব্যর্থ হবেন?)

১০। 'কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তুললে সে উঠে দাঁড়াল' – আপনি যে লোকটির সম্বন্ধে চিন্তিত তার নাম এই বাক্যের মধ্যে বসান। আপনি যখন এইভাবে তা পড়েন তখন ২৭ পদ আপনার কাছে কি বলে?
সু-সমাচার ঃ যখন মন্দ মানুষ এবং মন্দ আত্মারা যীশু খ্রীষ্টকে নির্যাতিত করেছিল, তখনও তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতার শক্তি ও প্রেমের উপর বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন। তাঁর এই প্রকৃত বিশ্বাসের জন্য আমাদের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গীয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা আমাদের ও প্রিয়জনদের জন্য সাহায্য পেতে পারি।

১৪। বিপথগামীর পরিণতি (৯:৪২-৫০)

পটভূমি ঃ গ্রীক শব্দ 'স্কেন্দালাইজো'এর অর্থ হচ্ছে 'কাউকে কষ্ট দেয়া, প্রলোভিত করা, কাউকে ফেলে দেয়া, কাউকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়া' যা ৪২ পদে উল্লেখ আছে। এই অংশে উল্লেখিত যীশু খ্রীষ্টের কথা বর্তমান সময়ের জন্যও খুব দরকারী। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম আমাদেরকে শিশুদের যৌন নিপিড়ন সম্বন্ধে বলে যা বর্তমান সময়ে অসংখ্য শিশুদের জীবন ধ□ংস করছে। যীশু খ্রীষ্ট, এখানে শুধুমাত্র ঐ ধরণের কষ্টদায়ক ঘটনার কথাই আমাদেরকে বলেননি কিন্তু আপনার ও আমার মত সাধারণ মানুষদের জীবনের গুপ্ত প্রলোভনের বিষয়েও বলেছেন।

১। ৪২ পদে যে শাস্তির কথা বলা আছে তা পৃথিবীর কোন দেশের আইনি শাস্তিতে উল্লেখ নেই। কোন দৃষ্টিকোণে যীশু খ্রীষ্ট অন্যান্য সাধারণ শাস্তির থেকে এই শাস্তিকে আরো বেশী জোরালো দাবী করেছেন? (যীশু খ্রীষ্টের কথা অনুসারে যদি কোন শিশুকে কেউ পাপের পথে নিয়ে যায় তবে তার স্বাভাবিক মৃত্যু গ্রহণযোগ্য নয় কেন?)

২। কিছু উদাহরণ দিন যে কিভাবে হাত কাউকে পাপের দিকে টানে (৪৩)।

- কিভাবে পা কাউকে পাপের দিকে টানে (৪৭)?
- যখন আপনি কোন প্রলোভনের সামনে পড়েন তখনই কি আপনি বুঝতে পারেন যে তা প্রলোভন?

৩। কোনটিকে আপনি বেশী ভয় পান : যে কোন দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনার হাত, পা, চোখ হারানো, অথবা মৃত্যুর পরে আপনি নরকের আগুনে পোড়া?

- আপনার সন্তান/প্রিয়জন কারো জীবনে এই সম্ভাবনাগুলির মধ্যে কোনটি নিয়ে আপনি বেশী ভয় পান?

৪। এখানে যীশু খ্রীষ্ট যেভাবে উপদেশ শুরু করেছেন সেভাবে যদি কেউ এখন মণ্ডলীতে উপদেশ শুরু করে তাহলে মণ্ডলীর শ্রোতারা কি বলবে?

৫। যীশু খ্রীষ্ট এ ধরণের কঠিন পরামর্শের মধ্য দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন (৪৩-৪৭)?

- যদি আপনার কোন প্রিয়জন কোন খারাপ মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে তাহলে আপনি যীশু খ্রীষ্টের এই পরামর্শ সম্পর্কে কি ভাববেন?

৬। একজন ব্যক্তি যে যৌন সম্পর্কিত পাপের সাথে যুদ্ধ করছে এবং সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না, তাকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন?

৭। যীশু যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন সেভাবে খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীগুলো যদি প্রলোভন, পাপের বৃদ্ধি এবং নরক সম্বন্ধে উপদেশ দেয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে? (কিভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হতে পারে? কিভাবে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হতে পারে? যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ তাদের সম্পর্কের মধ্যে কি প্রভাব ফেলতে পারে?)

৮। আমাদের বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নোংরা ছবি যারা তৈরী করেন এবং যারা কিনে নেন তাদের সবচেয়ে বড় ভুল কি?

- আমাদের কিভাবে এইসব মন্দ ছবির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিৎ?

৯। যদি আমরা এটা বুঝতে পারি যে যীশু খ্রীষ্টের দেয়া এই নির্দ্দেশগুলি আমরা পালন করতে পারছি না তাহলে আমাদের কি করা উচিৎ?

সু-সমাচার ঃ সম্ভবত এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে কেন যীশু খ্রীষ্টের হাত ও পাগুলি পেরেক দিয়ে মারা হয়েছিল এবং সেই সাথে ভিতরের ও বাইরের অন্ধকারের জন্য তাঁকে মরতে হয়েছিল।

১৫। যীশু খ্রীষ্ট এবং ছেলেমেয়েরা (১০:১৩-১৬)

পটভূমি ঃ যীশু খ্রীষ্টের সময়ে, যখন কোন ছেলে সন্তানের বয়স মাত্র ৮ দিন হতো, সে তখন ঈশ্বরের রাজ্যের সদস্য বলে বিবেচিত হতো। যদিও সমাজে শিশুদের সাধারণ অবস্থা নীচুতে ছিল। গ্রীক শব্দ **'পাইস'** যা এই পাঠ্যাংশে 'ছেলেমেয়ে' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ যে কোন বয়সের ছেলেমেয়ে, এমনকি নবজাতকও।

১। যখন আপনি আপনার কিম্বা অন্যের সন্তানের দিকে তাকান যাদেরকে আপনি চেনেন, এটি কি বিশ্বাস করতে কঠিন হয় যে ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই? কেন অথবা কেন নয় – আপনার কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২। চিন্তা করুনতো যে কেন এই মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের এমনকি নবজাতকদেরকেও যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনতে চেয়েছিল – যারা যীশু খ্রীষ্ট কি বলছেন তা বুঝতে সক্ষম ছিল না?

- আপনি আপনার সন্তানকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়েছিলেন, কেন নিয়েছিলেন?
- কেন সেই সময়ে, এমনকি এখনও বেশীরভাগ মায়েরা তাদের সন্তানকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনেন না?

৩। যখন ছেলেমেয়েদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছিল তখন কেন শিষ্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন?

- এই একটি মাত্র সময়ের কথা সু-সমাচারে বলা আছে যে সময়ে যীশু খ্রীষ্ট 'অসন্তুষ্ট' হয়েছিলেন। কি ধরণের পরিস্থিতি তার এই অনুভূতি তৈরী করেছিল?

৪। বর্তমান সময়ে, ছেলেমেয়েদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনার অর্থ হল তাদেরকে পবিত্র বাইবেলের কাছে আনা। ছেলেমেয়েরা তাদের বাড়ী এবং সান্ডেস্কুল, এবং মণ্ডলীর আয়োজনে কোন অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে পবিত্র বাইবেলের কথা শুনছে কিনা সে সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয়ান অভিভাবকেরা মাঝে মধ্যে নিশ্চিত নন কেন?

- কিছু শক্তিশালী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করুন যে কিভাবে আপনি আপনার সন্তান, নাতি নাতনী, কিম্বা অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যারা আপনার আশে পাশে রয়েছে তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কথা শোনার জন্য নিয়ে আসতে পারেন।

৫। কেন একটি শিশু একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের তুলনায় সহজে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে?

৬। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে কিভাবে একজন শিশু বর্তমানকে সহজে গ্রহণ করতে পারে?

- কিভাবে একটি শিশু এই মহান সত্যকে গ্রহণ করে: যীশু খ্রীষ্টের বন্ধুত্ব এবং পাপের ক্ষমা? একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষই বা কিভাবে করবে?

৭। কল্পনা করুন যে স্বর্গ শুধুমাত্র ছেলেমেয়েদেরই। পৃথিবীর এই রাজ্যের সাথে তার কিভাবে পার্থক্য করা যায়? (যে ধরণের য□ নেয়া হয়, যা তাদের জন্য করা হয়েছে ইত্যাদি)।

- আমাদের এই পাঠ্যাংশ ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয়?

৮। যীশু খ্রীষ্ট অন্য একটি সময়ে এই কথা বলেছিলেন ঃ '***আমি তোমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না*** (মথি ৫:২০)।এখানে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এমনকি ছেলেমেয়েরাও সেখানে প্রবেশ করতে পারে। এই মতপার্থক্যকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন?

৯। সেইদিন সকালে যীশু খ্রীষ্ট যে সমস্ত ছেলেমেয়েদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন তারা এখন কয়েক দশক পার হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল, আবার কেউ কেউ তত ভাল মানুষ হয়নি। কেউ কেউ সুখী, কেউ কেউ অসুখী। আপনি কি মনে করেন যে আশীর্বাদ তারা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে পেয়েছিল, তা আজও তাদের কাছে অর্থবহ স্থায়ী হয়ে আছে? যদি হয়ে থাকে, তাহলে কেন এটি স্থায়ী ছিল?

- যে সমস্ত মায়েরা সেদিন উপস্থিত ছিল তাদের পরবর্তী জীবনে, বিশেষ করে যখন তাদের সন্তানেরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তখন এই আশীর্বাদ কি অর্থ বহন করেছিল?

সু-সমাচার ঃ সম্ভবতঃ এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের মায়েরা চিন্তা করেছিল 'যীশু কখনই আমার সন্তান যাকে তিনি আশীর্বাদ করেছেন তাকে ভুলে যাবে না।' আপনিও আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে একইভাবে একথা বিশ্বাস করতে পারেন।

১৬। পৃথিবীতে সম্পদ (১০:১৭-২৭)

পটভূমি ঃ মথি সু-সমাচার অনুসারে এই লোকটি যুবক ছিল (১৯:২২) এবং লূক সু-সমাচার অনুসারে সমাজে তার একটি ভাল অবস্থান ছিল। এই যুব রাজনীতিবিদ সত্যিই তার জীবনে সফলতা অর্জন করেছিলেন। এটি মনে রাখুন যে, সে সময়ে ইস্রায়েলীয় বংশধরদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি কোন সময় কারো সামনে দৌড়াতো না বা হাঁটু গাড়তো না।

১। আপনি কি মনে করেন ১৭ পদে যুবকটির যে অপ্রচলিত স্বভাবের কথা বলা হয়েছে তা একজন সফল রাজনীতিবিদের পক্ষে কিভাবে করা সম্ভব হয়েছিল?

- এই যুবক বিশ্বাস করতেন না যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু। তারপরও কেন সে তার প্রশ্নের উত্তর যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন? (১৭-১৮)

২। যদিও এই যুবকটি তার সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের সমস্ত বিধি বিধান অনুসরণ করেছেন তবুও কেন তার শেষ জীবনের নিশ্চয়তা ছিল না?

- কেন আমরাও সব সময় জানিনা যে আমাদের মৃত্যুর পরে কি হবে?

৩। অনেক রাজনীতিবিদদের টাকা পয়সা ও নারীদের প্রতি অনেক প্রলোভন থাকে। আপনি কি মনে করেন এই লোকটি এসমস্ত প্রলোভনগুলির বিষয়ে পরিষ্কার ছিল? (১৯-২০)

- মনে রাখুন যে যীশুর কথানুসারে, শুধুমাত্র কাজ দিয়েই নয় কিন্তু চিন্তায় ও কথায় ঈশ্বরের বিধি অনুসরণ করা উচিৎ। আপনার কি মনে হয় এই লোকটি তা করেছিল?

- আপনি কি সত্যিকারভাবেই যীশুকে বলতে পারেন যে আপনি তার নির্দেশ পালন করছেন?

৪। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে তখনও যুবকটির একটি বিষয়ের অভাব ছিল। আপনি কি বলতে পারেন তা কি?

৫। কি ধরণের জিনিষ সাধারণত মানুষ সম্পত্তি হিসাবে জমা করে? (২১)

- এই যুবকের পৃথিবীতে দুটি সম্পদ ছিল, সেগুলি কি?
- কিভাবে আমরা স্বর্গে ধন সম্পদ জমা করতে পারি?
- পৃথিবীর ধনসম্পদ এবং স্বর্গের ধনসম্পদের তুলনা করুন। পার্থক্যগুলি কি কি?

৬। এই যুবকের সম্ভবত পরিবার এবং বৃদ্ধ বাবা মা ছিল যাদেরকে তার য□ নিতে হত। যদি এই যুবক ২১ পদে বলা যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশটা শুনতো তাহলে তাদের কি হতো?

- আপনি যদি এই যুবকের জায়গায় থাকতেন, তাহলে আপনার কি মনে হয় আপনি কি এই বিশ্বাস করতেন যে কোন না কোনভাবে যীশু খ্রীষ্ট আপনার স্ত্রী সন্তান ও পরিবারকে য□ নিতেন?
- যদি যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে এই একটি শর্ত দিতেন যে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং সঞ্চিত সম্পদ ছেড়ে দিয়ে তার শিষ্য হতে হবে তাহলে আপনি কি করতেন?

৭। যদি যীশু খ্রীষ্ট কোন শর্ত ছাড়াই এই যুবকটিকে তার শিষ্য বানাতেন তাহলে কি ঘটনা ঘটতো?

- ২১ পদে আমরা দেখতে পাই যে যীশু এই যুবকটির দিকে তাকালেন এবং প্রেমে পূর্ণ হলেন। তারপর তিনি কেন তাকে এই ধরণের শক্ত কথা বললেন যে কারণে সে চলে গেল?

৮। যখন এই যুবকটি বুঝতে পারলো যে সে এই সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করে আসতে পারবে না তখন তার সামনে বিকল্প কি পথ ছিল?

- যদি এই লোকটি যীশু খ্রীষ্টের কাছে স্বীকার করতো যে সে ঈশ্বরের চেয়ে টাকা পয়সা ভালবাসে এবং তার জন্য যদি সে ক্ষমা চাইতো তাহলে যীশু খ্রীষ্ট তাকে কি প্রতিক্রিয়া দেখাতেন বলে আপনার মনে হয়?

৯। এই যুবককে দেয়া উত্তর এবং সাধু পিতরকে যীশু খ্রীষ্ট যে উত্তর দিয়েছিলেন (২৭) তার মধ্যে তুলনা করুন। কেন এই দুটি উত্তর একেবারেই ভিন্ন?

- এই প্রশ্নটি আলোচনা করুন : একজন মানুষ যে তার পৃথিবীর সম্পদের মধ্যে আটকে আছে তাকে কি পরিত্রাণ দেয়া ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব?

সু-সমাচার ঃ যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গীয় সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন যখন তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ক্রুশের উপর তাঁকে শাস্তি পেয়ে হয়েছিল যেন পৃথিবীর সম্পদ ও পৃথিবীর দেবতাদের সাথে তাকেও বেঁধে রাখা যায়। আপনি কি জানেন, কেন? (১৭)

১৭। কে প্রধান মন্ত্রী হবে? (১০:৩২-৪৫)

পটভূমি ঃ যাকোব এবং যোহন সিবদিয়র ছেলে ছিলেন, যিনি গালীলের একজন নামকরা জেলে ছিলেন। তারা সাধু পিতরের সাথে একসাথে শিষ্য হয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট একবার যাকোব ও

যোহনকে **'বজ□পাতের সন্তান'** বলে ডেকেছিলেন। এখন যীশু খ্রীষ্ট জেরুশালেমের যাবার পথে রয়েছেন যেখানে তাকে কষ্ট পেতে ও মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই ঘটনার আগে তিনি ইতিমধ্যে দুইবার তার আসন্ন মৃত্যুর সম্বন্ধে ভবিষ্যতবাণী বলেছেন।

১। কি উদ্দেশ্যে যীশু খ্রীষ্ট জেরুশালেমে যাচ্ছিলেন সে সম্বন্ধে যাকোব ও যোহন কি ধারণা করেছিলেন?

- কেন এই দুই ভাই ৩৩-৩৪ পদে যীশুর বলা ভবিষ্যতবাণীকে গুরুত্বের সাথে নেননি?

২। যাকোব এবং যোহন ইতিমধ্যে যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তারা এটা বিশ্বাস করেননি যে খ্রীষ্টকে কষ্ট পেতে ও মরতে হবে। যখন একজন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কোন কারণ দেখতে পাননা, তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে এবং খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন?

৩। আপনার কি মনে হয় সিবদিয়র এই সন্তানেরা যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পাবার পর কি করতে চাইতেন?

- আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতার জন্য আকাংখী থাকা একটি সাধারণ বিষয় কেন?
- আপনি আপনার পরিবার অথবা কাজের ক্ষেত্রের মানুষের উপর কিভাবে ক্ষমতা প্রভাব দেখিয়েছেন?

৪। 'কাপ বা পেয়ালা' শব্দটি প্রায়ই পবিত্র বাইবেলে দুঃখের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি যীশু খ্রীষ্ট এই দুই ভাইকে তার ক্রুশের ডান দিকে এবং বাঁ দিকে থাকার জন্য অনুরোধ করতেন তাহলে তাদের উত্তর কি হতো? (৩৮-৩৯)

- আপনাকে যে বিশ্বস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার অংশ হিসাবে আপনি কি কষ্টকে গ্রহণ করতে আগ্রহী?

৫। যাকোব ও যোহনের ক) যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ) প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি পাপ ছিল?

৬। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিবদিয়র দুই ছেলের উপর অন্যান্য ১০ জন শিষ্য বিরক্ত হয়েছিলেন কেন?(৪১)

- খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের মধ্যে ঝগড়া এবং কেন এই ধরণের বিবাদ তৈরী হয় সে সম্বন্ধে এই অংশ আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

৭। যীশু খ্রীষ্ট এখানে একজন নেতার জন্য কি যুগান্তকারী আদর্শ স্থাপন করলেন? (৪২-৪৪)

- আপনার কি মনে হয় বর্তমান সময়ে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের এই নেতৃত্বের আদর্শের কতটুকু অনুশীলন করা হয়?
- ৪৩-৪৪ পদে দেয়া যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার কতটুকু আপনি অনুসরণ করেছেন? (আপনি আপনার মন থেকে উত্তর দিতে পারেন)

৮। যাকোব ও যোহন এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য কি?

৯। যীশু খ্রীষ্ট কখন এবং কিভাবে একজন সেবাকারী অথবা একজন গোলামের মত কাজ করেছেন? (৪৫) (উত্তরটি আমাদের আজকের আলোচনার বাইরে থেকে নেয়া হয়েছে।)

- 'মুক্তির মূল্য' (ইংরেজিতে 'Ransom' বা 'Redeem') এই শব্দের অর্থ হচ্ছে একজন গোলামকে কিনে নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেয়া। ৪৫ পদটি আবার পড়ুন এবং

আপনার নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করুন যে : যীশু খ্রীষ্ট কোথা থেকে কিনে নিয়েছেন এবং স্বাধীন করেছেন আর তার মূল্য কত?

সু-সমাচার ঃ যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সেবা আপনাকে দেবার জন্য আগ্রহী। তিনি চান যেন আপনি তাঁর দেয়া পাপের ক্ষমার সেই সাথে আপনাকে বিশ্বাস করে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তার অপব্যবহার করে যে পাপ করেছেন তার জন্য ক্ষমা গ্রহণ করেন।

১৮। একজন অন্ধ ভিক্ষুকের কান্না (১০:৪৬-৫২)

পটভূমি ঃ আমরা যত্ দূর জানি যীশু খ্রীষ্ট যিরীহোতে একবার মাত্র গিয়েছিলেন। জেরুশালেমে তাঁর শেষ যাত্রার সময়ে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। যীশু খ্রীষ্ট সরাসরি দায়ূদের বংশের লোক। প্রভু ঈশ্বর রাজা দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁর পুত্র চিরকাল ইস্রায়েলের বংশের উপর রাজত্ব করবে (২ শামূয়েল ৭:১২-১৬)। রোমীয়রা, যারা এই সময়ে দেশের উপর রাজত্ব করছিল, তারা আগের কোন রাজার বিষয়ে কথা বলাকে সমর্থন করতো না, এমনকি বর্তমানেরও না।

১। আপনি যদি ভিক্ষা করে জীবন যাপন করতেন, তাহলে আপনার জন্য কোন অংশটি সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হত?

২। যখন একজন বছরের পর বছর রাস্তার পাশে বসে থাকে তখন সে সেখান থেকে কি শিখতে পারে?

- আপনার কি মনে হয়, বর্তীময় যখন শুনতো যে তিন বছর ধরে যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র যিরীহো ছাড়া ইস্রায়েল দেশের সমস্ত জায়গায় লোকদের মধ্যে সেবাকাজ করছেন তখন তার কেমন অনুভূতি হতো?

৩। কেন বর্তীময় সুস্থতার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে জেরুশালেমে (মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে) যাননি যেখানে যীশু খ্রীষ্ট অনেকবার এসেছেন?

- আপনার কি মনে হয় বর্তীময়ের কি এমন পরিকল্পনা ছিল যে যদি যীশু জেরুশালেমে আসেন তাহলে তিনি তার সাথে যোগাযোগ করবেন?
- আপনার কি মনে হয় এই অন্ধলোকটির বুদ্ধিমত্তা কেমন ছিল?

৪। কিভাবে বর্তীময় এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল যে যীশু খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশধর? (৪৭)

- যখন দায়ূদের বংশদরের জন্য বরতীময় চিৎকার করছিল তখন সে কেন রোমীয়দের ভয় পায়নি?
- যখন লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করাতে চেষ্টা করছিল তখন তার চিৎকার কিরকম পরিবর্তিত হল? (৪৭-৪৮)
- দায়ূদের বংশধর এই কথার প্রতি যীশু খ্রীষ্টের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

৫। কেন লোকেরা বর্তীময়কে সাহায্য পাওয়া থেকে চুপ করাতে চেষ্টা করছিল তার বিভিন্ন কারণ চিন্তা করুন।

- অন্ধ লোকটি যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল, তখন লোকেরা তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে কি করেছিল ? (৪৮)

- আপনার কি এমন সময়ের কথা মনে আছে যখন আপনার সাহায্যের জন্য চিৎকার শুনে আপনার পাশের লোকেরা আপনাকে প্রত্যাখান করেছে? আপনার কি মনে হয় কেন এমনটি হয়েছে?

৬। আপনার কি মনে হয় বর্তীময়ের তখন কেমন লেগেছিল যখন লোকেরা তাকে বললো যে যীশু খ্রীষ্ট তাকে ডাকছেন (৪৯-৫০)?

- বর্তীময় সম্ভবতঃ তার গায়ের তিলাতালা পোশাকটির খুব য□ নিতো, যেটিকে সে তার তোষক এবং রাতের লেপ হিসাবে ব্যবহার করতো। কেন সে সেটিকে হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল?

৭। কেন যীশু খ্রীষ্ট বর্তীময়কে এমন একটি প্রশ্ন করলেন? (৫১)

- যীশু খ্রীষ্ট আজ আপনাকেও সেই একই প্রশ্ন করেন (৫১)। আপনার উত্তর কি হবে?

৮। যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে এই লোকটির চোখকে সুস্থ করলেন?

- ৫২ পদটি দুইভাবে অনুবাদ হতে পারে **'তুমি বিশ্বাস করছো বলে ভাল হয়েছো'** অথবা 'তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করেছে'। কেন যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত লোকের সামনে বর্তীময়কে এই কথা বলতে চেয়েছিলেন?

৯। বর্তীময় সারা পথই যীশুকে অনুসরণ করেছিল, সম্ভবতঃ সমস্ত জেরুশালেমের পথই (৫২)। আপনার কি মনে হয় কেন সে তা করেছিল?

- পরের দিন যখন যীশু খ্রীষ্ট জেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন তখন সমস্ত লোকেরা চিৎকার করছিল এবং যীশুকে 'দায়ূদের বংশধর' বলছিল (১১:৯-১০)। লোকেরা কেন তখন রোমীয়দেরকে ভয় করছিল না?
- চোখ ভাল হবার এক সপ্তাহের মধ্যে, বর্তীময় সচক্ষে তার সুস্থতাদানকারীকে ক্রুশের উপর পেরেকবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছিলেন। আপনার কি মনে হয়, তার কাছে যীশুর মৃত্যু কি অর্থ বহন করেছিল?

১৯। একটি অভিশপ্ত গাছ (১১:১২-১৪ এবং ২০-২৫)

পটভূমি ঃ পবিত্র বাইবেল অনুসারে, যারা ঈশ্বরের বিধি মেনে চলে না, তাদের উপর ঈশ্বরের রাগ প্রকাশিত হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৫)। পুরাতন কিতাবগুলির ভাববাদীরা এই রাগকে নাটকীয়ভাবে অথবা প্রতীকিভাবে উপস্থাপন করেছেন। যীশু খ্রীষ্ট এই গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছেন তেমনি একটি প্রতীকি হিসাবে।

১২-১৪ পদ

১। কি ঘটনা ঘটে যদি একজন ব্যক্তি অন্য কাউকে অভিশাপ দেয়?

- যদি কখন কেউ আপনাকে অভিশাপ দিয়ে থাকে, তাহলে বলুন যে আপনি তা কিভাবে নিয়েছেন।

২। ফলের মৌসুম না হলেও কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট এই ডুমুর গাছের কাছ থেকে ফল আশা করেছিলেন?

- যীশু খ্রীষ্ট যখন এই প্রতীকিচিহ্নরূপ কাজটি করেছিলেন, তখন তিনি এই গাছটির মধ্য দিয়ে কাকে বা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন? (আপনি এই অনুবাদ সম্পর্কে কি চিন্তা করেন যে যীশু তার নিজের বংশ ইস্রায়েলীয় জাতিকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন?)

৩। যীশু খ্রীষ্ট তার নিজের লোকদের কাছ থেকে কি ফল আশা করেছিলেন?

- যীশু আপনার জীবন থেকে কি ফল আশা করেন?
- যীশু খ্রীষ্ট আপনার সহভাগিতা থেকে কি ফল আশা করেন (অথবা সার্বিকভাবে সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কাছ থেকে)?

৪। দয়ার কাল সম্বন্ধে আমরা কি শিক্ষা পাই (আশ্চর্য ঈশ্বরের ধৈর্যের কাল) – এটি কতদিন পর্যন্ত থাকবে?

- আপনার কি মনে হয় কখন আমাদের দেশের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলোর প্রতি আশ্চর্য ঈশ্বরের ধৈর্যের সময় শেষ হয়ে যাবে?

২০-২১ পদ

৫। একটি অভিশপ্ত জীবন কেমন হয়?

- যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ এবং অভিশাপ প্রাপ্ত একটি ডুমুর গাছের মধ্যে কি মিল রয়েছে?

২২-২৪ পদ

৬। যদি আপনি কখনও বিশ্বাসে একটি প্রার্থনা করে থাকেন, এবং যদি তার উত্তর পেয়ে থাকেন তাহলে সবাইকে বলুন যে কিসের জন্য আপনি প্রার্থনা করেছিলেন।

- সাধারণ প্রার্থনা এবং বিশ্বাসে পূর্ণ প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য কি?

৭। কেন আমরা মাঝে মধ্যে পাহাড় পর্বতকে অন্য জায়গায় সরে যেতে বলতে পারি না?

- যদি কোন 'পাহাড়' আপনার জীবন থেকে চিরতরে সরে গিয়ে থাকে, তাহলে সবাইকে বলুন কিভাবে তা হয়েছে।
- আপনি সেই সময় সম্পর্কে কি চিন্তা করেন, যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান 'একটি পাহাড়'কে সরে যেতে আদেশ দিলো, কিন্তু তা সরলো না?

২৫ পদ

৮। অন্যকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন বিষয়টি কি?

- যদি মনে হয় যে আমরা একজনকে ক্ষমা করতে পারছি না, তখন আমাদের কি করা উচিত?
- যদি একজন খ্রীষ্টিয়ান তার প্রতিবেশীকে ক্ষমা করতে না চায় তাহলে তার খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা কি বুঝতে পারি?

৯। কিভাবে ডুমুরগাছকে অভিশাপের সাথে যীশুর পরবর্তী আলাপগুলো সম্পর্কযুক্ত (২২-২৫)? (যীশু খ্রীষ্টের আলাপ অনুসারে, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জীবন থেকে কি ফল দেখতে চান?)

- কারা তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিলো তা জানা সত্ত্বেও যীশু কিভাবে তাঁর শত্রুদেরকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন?

সারাংশ

১০। যীশু খ্রীষ্ট কেন তার জীবনের শেষ সপ্তাহে এসে এই ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দিলেন, তার আগে নয়?

- যীশু খ্রীষ্টের এই প্রতীকি কাজের অনুবাদ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ঃ ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দেয়ার পর, যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে এই গাছটির জায়গায় দাঁড় করালেন এবং নিজেকে অভিশপ্ত করলেন?

সু-সমাচার ঃ সাধু পৌল আমাদেরকে বলেছেন কিভাবে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে একটি গৌরবজনক বিনিময় আমরা তৈরী করতে পারি, এবং অভিশাপের বদলে দয়া পেতে পারি। দলনেতা অবশ্যই এই অংশটি পড়বেন (গালাতীয় ৩:১৩-১৪)।

২০। দৈহিক পুনরুত্থান নয় (১২:১৮-২৭)

পটভূমি ঃ যীশু খ্রীষ্টের সময়ে সদ্দূকী সম্প্রদায় ছিল সর্বোচ্চ ধর্মীয়দল। এই দলের মধ্য থেকে সাধারণতঃ মহাপুরোহিত বাছাই করা হত (প্রেরিত ৫:৭)। সদ্দূকীরা ঈশ্বরকে এবং মোশি ভাববাদীর লেখা পুরাতন নিয়মের প্রথম পঞ্চপুস্তকে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তারা দৈহিক পুনরুত্থান, আত্মাদের জগত, অথবা ম□তু□র পরের জীবনে বিশ্বাস করতো না। আমাদের বর্তমান সময়ে অনেক উদারমনা শিক্ষকেরা যীশুর সময়ের সদ্দূকীদের মতই। (২৪ পদ খেয়াল করুন)

১। সদ্দূকীরা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের প্রশ্নের কি উত্তর আশা করেছিল? (১৮-২৩)

- কেন সদ্দূকীরা দৈহিক পুনরুত্থানকে অসম্ভব এবং হাস্যকর বলে মনে করতো?
- এই পাঠের আলোকে সদ্দূকীদের মূল আলোচনার বিষয় কি ছিল?

২। নিচের পরিস্থিতিগুলো কল্পনা করুন ঃ

- আপনি একজন সদ্দূকী এবং আপনি এই মাত্র শুনলেন যে আপনার এক বন্ধুর ক্যান্সার হয়েছে যা কখনও সুস্থ হবে না। আপনি তাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবেন?
- আপনি একজন সদ্দূকী এবং আপনি একজনের সমাধি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন যেখানে সেই ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী খুব কাঁদছেন। আপনি তাকে কি বলবেন?

৩। যে ব্যক্তি দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না আশ্চর্য ঈশ্বর সম্পর্কে তার মধ্যে কি ধারণা আছে?

- যে ব্যক্তি পরের স্বর্গ কিম্বা নরকে বিশ্বাস করে না তার কাছে 'পরিত্রাণ'এর অর্থ কি হতে পারে?
- আপনার কি মনে হয় সদ্দূকীরা কোন ধরণের পরিত্রাণের অপেক্ষা করছিল?

৪। কেন সদ্দূকীরা সঠিক মতবাদ এবং পরিত্রাণের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়েছিল? (২৪)

- কেন আমাদের বর্তমান সময়ের উদারপন্থী শিক্ষকেরা সদ্দূকীরা যে ভুল করেছে তা তারাও করছে?
- উদারপন্থী শিক্ষকেরা যারা দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের প্রতারণার হাত থেকে মানুষ কিভাবে রক্ষা পেতে পারে?

৫। পুনরুত্থানের উপর নিজের বিশ্বাস ধরে রাখার জন্য যীশু খ্রীষ্ট কি যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন? (২৬-২৭)

- দলনেতা এখানে অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোব (তাদের বিশ্বাসের বিষয়ে ইব্রীয় ১১:১৬-১৭ পদ পড়তে পারেন)। যদি এই তিনজন ভাববাদী পুনরুত্থানে বিশ্বাস না করতেন, তাহলে তাদের জীবনে কৃত্রিমভাবে যে পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছিল তা তারা কিভাবে গ্রহণ করতেন?
- আপনি যদি দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনার জীবন কিসের মত?

৬। সু-সমাচার আমাদেরকে এই কথা বলে যে কিছু ফরীশীরা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু কোন সদ্দূকী বিশ্বাস করেন নি। আপনার কি মনে হয় কেন এমন হয়েছিল?
৭। আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে ভয় করে তাদের জন্য এই পাঠ্যাংশে কি শিক্ষা দেয়া আছে?

- 'তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর' – এই কথাগুলো ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে কি অর্থ বহন করে?

সু-সমাচার ঃ যদি ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর না হন কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর হয়, তাহলে কেন সেই ঈশ্বরকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল? এটি হয়েছিল একারণেই যে, পাপীদেরকে শেষ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে পরের জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

২১। যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণ (১৩:১৪-৩২)

পটভূমি ঃ এই অংশে, যীশু খ্রীষ্ট একসঙ্গে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ জেরুশালেমের ধ□ংসের কথা (যা ৪০ বছর পরে ঘটেছিল, ৭০ খ্রীষ্টাব্দের সময়ে), এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্ববর্তী সময়ের কথা (যে সময়ে আমরা এখন বাস করছি)।
১। কিছু বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে ***মানবজীবনের ইতিহাসকে যদি ২৪ ঘন্টা সময় ধরা হয়, আর পৃথিবীর শেষ সময়কে যদি মধ্যরাত হিসাবে ধরা হয়, তাহলে এখন আমরা ১১:৫৫ মিনিটে আছি।*** এই ধারণা সম্পর্কে আপনার মত কি?

- আপনি কি চান যেন আপনি জীবিত থাকা অবস্থায় যীশু খ্রীষ্ট আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসুক? আপনার কারণগুলি বলুন।

২। 'সর্বনাশা ঘৃণার জিনিষ যেখানে থাকা উচিত নয়, তোমরা যখন তা সেখানে থাকতে দেখবে' – এই কথাটি দানিয়াল কিতাব থেকে উদ্বৃত করা হয়েছে যেখানে প্রায় ১৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অর্তক্ষস্ত রাজা গ্রীক দেবতা জিউসের একটি মূর্তি তৈরী করে উপাসনাগৃহের ভিতরে রেখেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট এখানে এই একই বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করেছেন যা এ যুগের শেষ সময়ে ঘটবে। আপনার কি মনে হয় শেষ সময়ে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলো সর্বনাশা এমন কি জিনিষ উপাসনাগৃহের ভিতরে রাখবে যা ধ□ংসের কারণ হবে?

- ৭০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টিয়ানরা যীশু খ্রীষ্টের কথা মনে রেখেছিল এবং জেরুশালেম দখল হবার সময় তারা পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল। শেষকালের জন্য এই কথাগুলো কি অর্থ বহন করে? খ্রীষ্টিয়ানদেরকে কি বিষয় থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত? (১৪-১৮)

৩। কেন যীশু খ্রীষ্ট শেষ সময়ে মানব জীবনে কি ধরণের মহামারী, ধ□ংস বা ক্লেশ নেমে আসবে সে সম্পর্কে পরিস্কার করে কিছু বলেননি? (১৯-২০)
৪। এই আলোচ্য অংশ অনুসারে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণের আগে মণ্ডলীর ধর্মীয় অবস্থা কেমন হবে (২১-২৩)? এই পাঠের আলোকে, শেষ দিন এসে গেছে এ বিষয়ে সারাবিশ্বে যে জাগরণ কিছু খ্রীষ্টিয়ানেরা বিশ্বাস করে, সে সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

- কিভাবে আমরা জানতে পারি যে কে প্রকৃত খ্রীষ্টের ঘোষণা করবে আর কে নয় (২১-২৩)?
- কিভাবে ভণ্ড খ্রীষ্টেরা বিভিন্ন চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ করে দেখাবে?

- সম্ভবত ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ভাববে তারা যা করছে তা ঠিক। কি বিষয় তাদেরকে মন্দভাবে ভ্রান্তপথে নিয়ে যাবে?
- আপনার কি মনে হয় এ দূদর্শাপূর্ণ সময়ে কিছু সত্যিকারের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা প্রতারিত হবে? আপনার কারণগুলো বলুন।

৫। ২৪-২৫ পদে যেভাবে বলা হয়েছে কি কারণে সেভাবে বায়ুমণ্ডল ও সৌরজগতে পরিবর্তন আসবে? বিভিন্ন কারণগুলো চিন্তা করুন।

৬। যীশু যখন ফিরে আসবে তখন যারা তার বাছাই করা লোক তাদের প্রতি কি ঘটবে? অন্যান্যদের প্রতিই বা কি ঘটবে (২৬-২৭)?

৭। যীশু খ্রীষ্ট এখানে ডুমুরগাছের ঘটনার মধ্য দিয়ে আজ আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে চান? (২৮-২৯)

৮। উদারপন্থী শিক্ষকেরা দাবী করেন যে যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসার সময়ের বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করতে গিয়ে ভুল করেছেন (৩০)। তাদের দাবী সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন? (যদি যীশু খ্রীষ্ট একটি ব্যর্থ ব্যক্তিত্ব হয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসেন তাহলে খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাসের অবস্থা কি হবে?)

- আপনি কি মনে করেন ৩০ পদের আসল অর্থ কি?

৯। শেষ সময়ের বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের কথা কি গুরুত্ব বহন করে?

- ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে ঈশ্বরের কথা কি গুরুত্ব বহন করে?

১০। শেষ সময় পর্যন্ত বিশ্বাসীদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের তারিখ গোপনীয় কেন?

২২। প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না (১৪:১-৯)

পটভূমি ঃ দলনেতা সংক্ষেপে এই পাঠ্যাংশে বৈথনিয়ার মরিয়মের সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় তা বলবেন ঃ লূক ১০:৩৮-৪২, যোহন ১১ অধ্যায় এবং যোহন ১২:১-১১। (তিনি লূক ৭:৩৬-৫০ পদের মহিলা নন)। মার্থা মরিয়ম ও লাসারের অভিভাবকেরা অবশ্যই মারা গেছেন। সম্ভবত তারা তাদের অবিবাহিত মেয়েদের জন্য কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন যেন বৃদ্ধ বয়সে তাদের সাহায্য হয়। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের শেষ সপ্তাহ এখান থেকে শুরু হল।

১। আপনি যদি জানেন যে আপনার কোন বন্ধু/বান্ধবী মারা যাচ্ছে তাহলে আপনি তার সাথে কি ধরণের সঙ্গ দেবেন?

- যীশু খ্রীষ্ট এখানে তার নিজের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন (৮)। আপনি কি মনে করেন মার্থা, অন্যান্য শিষ্যদের মত নয়, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে যীশু খ্রীষ্ট খুব শীঘ□ই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন? আপনার কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২। জটামাংসীর তেল দিয়ে তৈরী দামী ও খাঁটি একপাত্র আতর কিনতে হলে আপনাকে সারা বছরে একজন শ্রমিক যে আয় করতো তার চেয়ে বেশী অর্থ দিয়ে কিনতে হতো। এজন্য এটি ব্যবহারের সময় মাত্র একফোঁটা ব্যবহার করা হত। আমাদের বর্তমান টাকার হিসাবে এই একপাত্র আতরের দাম কত হবে?

- এই পরিমাণ অর্থ জমা করতে কতদিন সময় লাগে?

- যেহেতু মরিয়ম এই দামী আতর কিনেছিলেন, সেহেতু তিনি তার যৌতুক ও পেনশনের বিষয়ে কি চিন্তা করেছিলেন?

৩। কেন মরিয়ম কয়েক ফোঁটা আতর ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ পাত্রটা ভেঙ্গেই যীশু খ্রীষ্টের মাথাই ঢেলে দিয়েছিলেন?

- 'খ্রীষ্ট' শব্দের অর্থ হল 'অভিষিক্ত বা মনোনীত একজন'। ইহুদী রাজাদেরকে সাধারণতঃ তাদের কার্যকাল শুরুর প্রথমেই অভিষিক্ত করা হত। কেন যীশুকে অভিষিক্ত করা হয়নি যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মৃত্যুদিন আসে?

৪। মরিয়ম তার জমানো সমস্ত অর্থ এই সুগন্ধি আতর কেনার জন্য ব্যবহার করেছিল। সমালোচনার কোন অংশ তাকে বেশী আহত করেছিলো? (৪-৫)

- এক বছরের মজুরী কিভাবে শহরের একজন গরীবের উপকারে আসতো?

৫। যীশু খ্রীষ্ট যখন তার পক্ষে কথা বলছিলেন তখন কোন বিষয়টি তাকে বেশী সন্মানিত করে তুলেছিল? (৬-৯)

- আপনি কি যীশু খ্রীষ্টের এই কথা আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন ঃ 'সে যা করতে পারত তাই করেছে'? (৮)
- এখন থেকেই আপনি যীশুর জন্য কি করতে পারেন?

৬। যীশু খ্রীষ্ট যা করেছেন তার সাথে মরিয়ম যা করেছেন তার মিল কোথায়? (যেমন ক্রুশের উপর তার মৃত্যু, ৯ পদে উল্লেখিত সু-সমাচার)

- আপনি কি মনে করেন কোনটি সবচেয়ে বেশী 'নষ্ট করা' ঃ যে মরিয়ম তার দামী আতর যীশুর পায়ে ঢেলে নষ্ট করেছেন অথবা যীশু খ্রীষ্ট মরিয়মের জন্য তাঁর রক্ত ঢেলে দিয়েছেন?

৭। মরিয়মের স্বভাবের মধ্যে এমন কি অনুপম বিষয় ছিল যে তা সারাজীবন মনে রাখা হবে (৯)?

- কি ধরণের স্মৃতি আপনি পিছনে রেখে আসতে চান? (৯)

৮। সেদিন যীশু খ্রীষ্টের জন্য মরিয়ম যে অর্থ 'নষ্ট' করেছেন, আপনি কি মনে করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে তার অনুভূতি কি ছিল?

- কিভাবে মরিয়ম যীশুকে অনেক প্রেম করতে শিখেছিলেন?
- কিভাবে আমরা মরিয়মের মত যীশুকে আরো বেশী প্রেম করতে শিখতে পারি?

সু-সমাচার ঃ মরিয়ম যীশুকে ভালবাসতে শিখেছিলেন তার কথা শোনার মধ্য দিয়ে। একারণে তিনি যীশুকে ঠিক সময়ে সেবা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মরিয়ম প্রথমে সু-সমাচারের উপর বিশ্বাস করেছিলেন, এবং এই বিশ্বাস তার অন্তরে এমন আকাংখা তৈরী করেছিলো যেন সে তার সমস্ত কিছু প্রভুর কাছে সমর্পণ করে। পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিনগুলিতে যীশু খ্রীষ্ট জটামাংসীর তেলের সুগন্ধি নিয়েই সবজায়গায় ঘুরেছিলেন এবং এটি মরিয়মের কারণেই হয়েছিল।

২৩। একটি প্রহসন যাকে যীশুর বিচার বলা হয়েছে (১৫:১-১৫)

পটভূমি ঃ দলীয় আলোচনার জন্য, ২/৩ জন করে নিয়ে দল ভাগ করুন। প্রতিটি দল যে কোন একটি বা দুটি অংশ নিয়ে আলোচনা করবে, এবং এই অংশ থেকে যে শিক্ষা লাভ করবে তা অন্যদের সাথে বলবে।

১। **পন্তীয় পীলাত :**

২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যিহুদিয়ার প্রধান শাসনকর্তা হিসাবে, তিনি রোমীয় রাজার নিয়োগকৃত বাহিনীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং রাজা তিবিরিয়ের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। পীলাত চাইতেন না যে ইহুদীদের বিদ্রোহের কোন ধরণের গুজব যেন রাজার কানে যায়। যে কোন মৃত্যুর ঘোষণা বা তা তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল।

১-১৫ পদ

- আলোচ্য এই অংশ থেকে পীলাতের চরিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তার মূল্যবোধ কেমন?)
- একজন বিচারক যদি বিচারের সময় ১২ ও ১৪ পদে যেরকম প্রশ্ন আছে সেরকম প্রশ্ন করে, তাহলে তার সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?
- কেন পীলাত তার যে ক্ষমতা ছিল তা ব্যবহার করেননি কিন্তু তিনি চেয়েছেন যে অন্যেরা তার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?
- আপনার কি মনে হয় পীলাত কি সত্যিই যীশুর কথা চিন্তা করেছিলেন? কেন তিনি যীশুকে দুইবার 'ইহুদীদের রাজা' বলে ডেকেছেন? (৯ ও ১২ পদ)
- এই দুজন ব্যক্তির একে অন্যের মধ্যে তুলনা করুন ঃ রোমীয় শাসনকর্তা এবং ইহুদীদের রাজা। তাদের মধ্যে পার্থক্য কি?
- কে শেষে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো?
- আপনার কি মনে হয় যখন পীলাত যীশু খ্রীষ্টকে চাবুক মারতে ও ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন তখন তার কেমন অনুভূতি হয়েছিল? (১৫)
- আপনার কি মনে হয় যে পীলাত নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন?
- যদি সেই সকালে আপনি পীলাতের জায়গায় থাকতেন, তাহলে আপনি কিভাবে এই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন?

২। **বারাব□া :**

একজন খুনী এবং রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের নেতা, যার নামের সাধারণ অর্থ হল একজন পিতার সন্তান।

৬-১৫ পদ

- একটু কল্পনা করুন যে এই লোকটির ছেলেবেলা, যুব বয়স এবং পূর্ণাঙ্গ বয়সকাল কেমন ছিল? কি বিষয়গুলি এই লোকটিকে একজন বিদ্রোহী এবং খুনী করে তুলেছিল?
- যদি আপনার আশে পাশের পরিবেশ অন্যরকম হয়, আপনি কি মনে করেন যে আপনি খুনী হতে পারেন?কেন অথবা কেন নয়?
- মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই লোকটির কি ধরণের চিন্তা মনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে আপনি মনে করেন? (আপনি কি মনে করেন যে সে কোন কিছুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতো?)
- আপনার কি মনে হয় বারাব□া কি সেই লোকটির মৃত্যু দেখতে গিয়েছিল যে তার পরিবর্তে ক্রুশের উপর পেরেকবিদ্ধ হয়েছিল?

- কোন দিক দিয়ে আমরা সবাই যীশু খ্রীষ্টের কাছে বারাব□ার মত?

৩। **প্রধান যাজক :**

সাধারণতঃ সেই সময়ে মাত্র একজনই প্রধান যাজক হত, কিন্তু এই ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দুজনকে ঃ কায়াফা, যে ১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান যাজক ছিল, এবং তার শ্বশুর হানন, যে আগে এই দায়িত্বে ছিল। সে তার জামায়ের মধ্য দিয়ে তার প্রভাব ব্যবহার করে যাচ্ছিল।

১-১৫ পদ

- আপনি কি মনে করেন প্রধান যাজকেরা তাদের জীবনের মহৎ আহ□ানের কারণে অন্যদের কাছে সম্মান পেতেন?
- কেন প্রধান যাজকেরা যীশু খ্রীষ্টকে ঈর্ষা করতেন?
- কেন প্রধান যাজকেরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না?
- আপনি কি মনে করেন কোন অঘটনটি সবচেয়ে খারাপ ছিল ঃ প্রধান যাজকদের মাধ্যমে একটি আইনগত খুন অথবা রাজনৈতিক বিদ্রোহের সময় বারাব□ার খুন?
- এটি কি করে সম্ভব যে একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ইবলিশের হাতের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে?
- আপনার কি মনে হয় যে, কোনভাবে আপনি প্রধান যাজকের মত? যদি মনে হয়, তাহলে কোনভাবে?

৪। **জনতা:**

আগের সপ্তাহেই এই জনতা 'হোশান্না' বলে চিৎকার করেছিল। এখন তারা চিৎকার করছে 'ওকে ক্রুশে দাও'! নিশ্চয়ই এই জনতার মধ্যে কিছু লোক অন্ততঃ ছিল যারা ব্যক্তিগতভাবে যীশু খ্রীষ্টের সাহায্য পেয়েছে।

৮-১৫ পদ

- কেন লোকেরা একজন বিপদজনক খুনীর মুক্তি চাইছিল?
- লোকেরা কিভাবে তাদের উপকার করেছে এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলে গেল? (কেন সেখানে যীশুর পক্ষে কথা বলার জন্য এবং অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য একজনও ছিল না?)
- ঐদিন সকালে যদি আপনি ঐ ভিড়ের মধ্যে থাকতেন তাহলে আপনি কি করতেন?
- আপনার কি মনে হয় এধরণের ঘটনা কি বর্তমান সময়ে আমাদের দেশেও ঘটে? আপনার মতামত দিন।
- এই অংশ আমাদেরকে গণতন্ত্রের ভাল ও খারাপ দিক সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয়?

৫। **যীশু খ্রীষ্ট :**

সমস্ত বিচারের সময় তিনি শুধুমাত্র একবার একটি বাক্য বলেছেন (২)। এছাড়া তিনি নীরবই ছিলেন।

১-১৫ পদ

- এই মূহুর্ত্ত আসার আগ পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র 'মানুষের পুত্র' ছাড়া তার অন্য কোন নাম প্রত্যাখান করেছেন। কেন তিনি এখন জনতার সামনে একথা বলতে সুযোগ দিলেন যে তিনি ইহুদীদের রাজা?
- কেন যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে রক্ষা করেননি?

- এই পাঠ্যাংশের অন্যান্যদের সাথে যীশু খ্রীষ্টের তুলনা করুন। কিভাবে তাদের অন্যদের চেয়ে তিনি আলাদা? (ঐ সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষভাবে কি যীশুকে অসাধারণ করে তুলেছিল?)
- যীশু খ্রীষ্টের চারপাশে যে সমস্ত লোকেরা ছিল তাদের সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি কেমন ছিল বলে আপনি মনে করেন?
- যীশু খ্রীষ্টের বিচারের সময়ে কে তাঁর ঘটনাকে স্থায়ী রূপ দিয়েছিল? পীলাত, ঈশ্বর অথবা ইবলিস?

২৪। অবিশ্বাস্য পুনরুত্থান (১৬:১-১১)

পটভূমি ঃ পুরাতন ঐতিহ্য অনুসারে, সাধু মার্ক ছিলেন সাধু পিতরের অনুবাদক; তার সু-সমাচারটি ছিল যীশু খ্রীষ্টের জীবনী যা সাধু পিতর নিজ চোখে দেখেছিলেন। এই সু-সমাচারের একটি অন্যতম মূল বিষয় হচ্ছে শিষ্যদের বিশ্বাসের অভাব। যদিও যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে পূর্বেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, তবুও শিষ্যরা বিশ্বাস করেনি যে এটি সম্ভব ছিল। মনে রাখুন যে যীশুর দেহ ইতিমধ্যেই অভিষিক্ত করা হয়েছে যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন।

১। কেন গালীল থেকে আসা মহিলারা কবরের মুখে পাথর এবং কবর পাহারা দেবার জন্য সৈন্য থাকা (মথি সু-সমাচারের অনুসারে) সত্ত্বেও যীশুর কবর দেখার জন্য জেদ ধরেছিলেন? (১-৩)

২। এই মহিলারা ২ দিন আগে দেখেছেন যে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষত বিক্ষত দেহকে অভিষিক্ত করা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় কেন তারা দ্বিতীয়বারের জন্য আবার তাকে অভিষিক্ত করতে চাইলেন?

- আপনি কি মনে করেন যে এরকম অবস্থায় আপনি কি আপনার কোন প্রিয়জনের দেহ দেখতে বা ছুঁয়ে দেখতে চাইবেন?
- শুধুমাত্র যোহন যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অন্যান্য শিষ্যরা একবারের জন্যও যীশু খ্রীষ্টের দেহ দেখতে চাননি। কেন চাননি? (আপনার কি মনে হয় এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে? যদি থাকে তাহলে তা কি?)

৩। যদি মহিলারা যীশু খ্রীষ্টের বলা ভবিষ্যতবাণীতে বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে আপনার কি মনে হয় রবিবার সকালে তাদের আচরণ কেমন হবে?

৪। যখন এই মহিলারা স্বর্গদূতের কথা শুনেছিল তখন তারা কি চিন্তা করেছিলো? (৬)

- স্বর্গদূতের কথা শুনে মহিলারা এমন ভয় পেয়েছিল যে তারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা কাউকে বলেনি (৮)। কি বিষয় তাদেরকে এত ভীত করেছিল?

৫। সেই সময়ের আইনে মহিলাদের কোন কথা আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হত না জেনেও তার পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হবার জন্য কেন যীশু খ্রীষ্ট মহিলাদেরকে বেছে নিলেন? (৭,১০)

৬। এই মহিলাদের অন্তরে কখন এবং কিভাবে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশ্বাস জন্ম নিল?

৭। আপনার জীবনে কি এমন কিছু আছে যা মনে হয় মৃতদেহের মত এবং তা আবার পুনরুত্থিত করা অসম্ভব বলে মনে করেন? (আপনি নিজেকেই উত্তর দিতে পারেন)।

- ১৪ পদে যেভাবে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসের অভাবের জন্য তিরস্কার করেছেন সেভাবে যদি আপনাকেও তিরস্কার করেন তাহলে আপনি কি উত্তর দেবেন?

৮। দেহের পুনরুত্থান (যা শুধুমাত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিক্ষা দেয়া হয়) এবং আত্মার অমরত্বের (অনেক ধর্মের মধ্যে যা একটি প্রচলিত বিশ্বাস) মধ্যে পার্থক্য কি?

৯। যদি দেহের পুনরুত্থানের মত কোন বিষয় না থাকতো, তাহলে খ্রীষ্টীয় সমাজ মানবজাতির জন্য কি দিতে পারতো?

- ধরুন একজন ব্যক্তি সমস্ত খ্রীষ্টীয় শিক্ষাকে বিশ্বাস করে কিন্তু দেহের পুনরুত্থানের শিক্ষা বিশ্বাস করে না, তাহলে আমরা কেন তাকে খ্রীষ্টিয়ান বলতে পারি না?

১০। সাধু পিতর দুই দিন আগে তার প্রভুকে অস্বীকার করেছিলেন। যখন যীশু খ্রীষ্ট তার কাছে একটি বিশেষ শুভেচ্ছা পাঠালেন তখন এটি তার কাছে কি অর্থ বহন করেছিল?

- কল্পনা করুন যে আপনি পাপের কবরে আটকে আছেন। যদি কিছু সময় পরে আপনি যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে একটি সংবাদ পান যে তিনি আপনাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আপনার অনুভূতি কি হবে?